জননিরাপত্তা বিভাগের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সখ্যা	কারিগরি প্রকল্পে সখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন – সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১.	জননিরাপত্তা বিভাগ	০৬টি	০৬টি	-	-	০২ টি	০৩ টি	০০% ১২৩%	০২টি	-৭.৮১% ১২.৮০

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০৬টি

২। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
এসবি/সিআইডি ভবনের ৭ম তলা থেকে ১১ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমূখীসম্প্রসারণ।	ডিপিপি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পাই।

আনসার ও ভিডিপি'র ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ১৫টি আনসার ব্যাটালিয়ন) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত জুন, ২০১৯)

০১.	প্রকল্পের নাম	আনসার ও ভিডিপি'র ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ১৫টি আনসার ব্যাটালিয়ন) (১ম সংশোধিত)
০২.	উদ্যোগী বিভাগ/মন্ত্রণালয়	জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
০৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর
০৪.	প্রকল্পের ধরণ	বিনিয়োগ
০৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন	বাংলাদেশ সরকার

০৬. প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:

(লক্ষ টাকায়)

ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকা	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত	অতিক্রান্ত সময় (মূল
মূল	সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ			
১৭১৯১.০১	২০৩২১.৬৯	১৯৩২৩.৭৯২	জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৭	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৯	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৯	২১৩২.৭৮ (১২.৪০%)	১৮ মাস (৩৩.৩৩%)

৭. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ইউনিয়ন	ব্যাটালিয়নের নাম
ঢাকা	গাজীপুর	আনসার-ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর	গাজীপুর (১ মহিলা ব্যাটালিয়ন)
	গোপালগঞ্জ	বেতগ্রাম, সদর উপজেলা	গোপালগঞ্জ (৩৬ আনসার ব্যাটালিয়ন)
	মাদারীপুর	সদর উপজেলা	মাদারীপুর (৩১ আনসার ব্যাটালিয়ন)
ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা	জারিয়া	নেত্রকোনা (১৯ আনসার ব্যাটালিয়ন)
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	লংগদু	রাঙ্গামাটি (২৮আনসার ব্যাটালিয়ন)
	বান্দরবান	লামা	বান্দরবান (১৭ আনসার ব্যাটালিয়ন)
	খাগড়াছড়ি	মানিকছড়ি (তিনতহরী)	খাগড়াছড়ি (১৪ আনসার ব্যাটালিয়ন)
	খাগড়াছড়ি	দিঘীনালা (ছোটমেরুং)	খাগড়াছড়ি (৩৫ আনসার ব্যাটালিয়ন)
	লক্ষ্মীপুর	রামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুর (৩৪ আনসার ব্যাটালিয়ন)
খুলনা	চুয়াডাঙ্গা	ডিঙ্গোদহ	চুয়াডাঙ্গা (২১ আনসার ব্যাটালিয়ন)
	খুলনা	রূপসা (এলাইপুর)	খুলনা (৮ আনসার ব্যাটালিয়ন)
বরিশাল	পটুয়াখালী	খেপুপাড়া	পটুয়াখালী (২৬ আনসার ব্যাটালিয়ন)
সিলেট	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল কালাপুর)	মৌলভীবাজার (১৫ আনসার ব্যাটালিয়ন)
রাজশাহী	রাজশাহী	নওহাটা, পবা	রাজশাহী (৩৭ আনসার ব্যাটালিয়ন)
রংপুর	ঠাকুরগাঁও	সদর উপজেলা	ঠাকুরগাঁও (২২ আনসার ব্যাটালিয়ন)

০৮. প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

মূল প্রকল্প ১৭১৯১.০১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ২০৩২১.৬৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১২ এপ্রিল

২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। গণপূর্ত বিভাগের রেট সিডিউল পরিবর্তন, প্রকল্পের একটি সাইট পরিবর্তন (শিলছড়ি, রাঙামাটির পরিবর্তে লামা, বান্দরবান সাইট), বিভিন্ন সাইটের বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় বিভিন্ন পূর্ত কাজ যেমন: সীমানা প্রাচীর, ভূমি উন্নয়ন, বহি:বিদ্যুতায়তন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি, প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে সাবস্টেশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, সাবস্টেশন ও জেনারেটর রুম নির্মাণ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি, ফাউন্ডেশনের টাইপ পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের সংশোধন করা হয়। ২০১৩-১৪ বছরের এডিপিতে প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত না থাকায় প্রকল্পের কাজ শুরু করতে ০১(এক) বছর বিলম্ব ঘটে। পাহাড়ী দুর্গম এলাকায় পাহাড় ধ্বস এবং বৈরী আবহাওয়ার কারণে পাহাড়ী এলাকায় সঠিক সময়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করা যায়নি। এছাড়া লামা,বান্দরবান সাইট সংশোধিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ সাইটে দরপত্র প্রক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটে। এ সকল কারণে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১(এক) বছর অর্থাৎ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। ২৩ মে ২০১৮ তারিখ জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন দেয়া হয়।

০৯. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:

উপমহাদেশে দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে আনসার বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এ বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীনতার পর হতেই এ বাহিনী সামাজিক নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ শুরু করে। যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে এ বাহিনীর নারী ও পুরুষ সদস্যগণ কার্যকরি ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭৬ সালে Village Defence Party (ভিডিপি) গঠনের মাধ্যমে আনসার বাহিনীর সম্প্রসারণ ঘটে। প্রকল্প গ্রহণের সময় দেশে ৩৮টি আনসার ব্যাটালিয়ন ছিল যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনীর সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে তারা প্রয়োজন অনুযায়ী পুলিশ ও অন্যান্য সংস্থার সাথে কাজ করে থাকে। অনেক ব্যাটালিয়নে অফিস এবং আবাসনের কোন স্থায়ী স্থাপনা নেই, অফিস ও ব্যারাক ভবন সেমি পাকা শেডে অবস্থিত। এমনকি অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা নেই। এ প্রেক্ষাপটে ব্যাটালিয়নসমূহের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ভৌত অবকাঠামো জরুরি ভিত্তিতে তৈরী করার লক্ষ্যে "আনসার ও ভিডিপি'র ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ১৫টি আনসার ব্যাটালিয়ন)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়।

১০. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আনসার ব্যাটালিয়নের কর্মকান্ড সুষ্ঠূভাবে পরিচালনা করা এবং আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যদের জন্য উন্নততর আবাসন সুবিধা সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত অবকাঠামো/সুবিধা সৃষ্টি করা:

- উন্নত অফিস স্পেস তৈরী করা;
- অফিসারদের ডরমিটরি সুবিধা প্রদান করা;
- আনসারদের বাসস্থানের সুবিধা প্রদান করা;
- অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিরাপদে রাখা;
- কমান্ডিং অফিসারের বাংলো তৈরী করা; এবং
- ব্যাটালিয়নসমূহকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা।

১১. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

- ১৫টি ব্যারাক কাম ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর নির্মাণ (৬তলা ভিত্তিসহ ৪ তলা ভবন)নির্মাণ;
- ১৫টি কোয়ার্টার গার্ড ভবন (২ তলা ভিত্তিসহ ১ তলা ভবন)নির্মাণ;
- ১৫টি কিচেন ভবন নির্মান;
- ১৫টি কমান্ডিং অফিসার (সিও) বাংলো নির্মাণ;
- অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ;
- সীমানা প্রাচীর ও ড্রেন নির্মাণ;
- সাবস্টেশন, ভূ-গর্ভস্থ জলাধার ও পাম্প হাউজ নির্মাণ;এবং

- ফার্নিচার ও তৈজসপত্র ক্রয়।

১২. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্বের প্রকৃতি	মেয়াদকাল
জনাব এ কে এম খলিলুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ	অতিরিক্ত দায়িত্ব	০৪-১০-২০১০ হতে ২৯-১২-২০১৪
জনাব হাসান আহমেদ সারওয়ার, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১১-০১-২০১৫ হতে ২৩-০৪-২০১৭
জনাব মুনতাসির মামুন, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১৪-০৬-২০১৭ হতে প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত।

১৩. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন:

(লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন	থোক	১০.০০	থোক	৯.৪৯
যানবাহনের জ্বালানি ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৬৭.৭২	থোক	৪৬.৭৫
যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২৫.৭২	থোক	২০.৯২৭৫
টেলিফোন, ইন্টারনেট	থোক	৩.৭৫	থোক	৩.৫০
ডিপিপি প্রস্তুতকরণ, স্ট্রাকচারাল ও আর্কিটেকচারাল ডিজাইন ও ড্রইং প্রিন্টিং, টেন্ডার ইত্যাদি	থোক	২৫.৫০	থোক	২৫.৫০
স্টেশনারী ক্রয়	থোক	৪.৫০	থোক	৪.৫০
বিজ্ঞাপন	থোক	১২.৮০	থোক	১২.৮০
সম্মানী	থোক	৬.০০	থোক	৫.৯০
মৃত্তিকা পরীক্ষা ও ডিজিটাল সার্ভে	থোক	৩০.০০	থোক	২৯.৩৭
মোট রাজস্ব ব্যয়		১৮৫.৯৯	থোক	১৫৮.৭৪
নির্মাণ ও পূর্ত কাজ	১৫টি স্টেশন)	১৮৫৪৮.৩৪	১৫টি স্টেশন	১৮৫৪৮.৩৪
আরবরিকালচার	থোক	৭.৫০	থোক	৬.০০
যানবাহন ক্রয়	০৮টি	৫৫৪.০৮	০৮টি	৫৫৪.০৮
ফার্নিচার ও তৈজসপত্র	১৫ জব	৮১৫.০২	১৫ জব	৬৩৭.৬১
কম্পিউটার (এক্সেসরিজসহ)	২ জব	১.৯০	১ জব	১.৭৫
মোট মুলধন ব্যয়		১৯৯২৬.৮৪		১৯১৬৫.০৫
ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি ১%	-	১০৪.০০	-	-
প্রাইস কন্টিনজেন্সি ২%	-	১০৪.৮৬	-	-
সর্বমোট		২০৩২১.৬৯		১৯৩২৩.৭৯

তথ্যসূত্র: পিসিআর ও প্রকল্প পরিচালক

১৪. সংশোধিত এডিপিতে আর্থিক সংস্থান, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অর্থ ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২০৫৫৩.২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সমুদয় অর্থ অবমুক্ত হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ১৯৩২৩.৭৯ লক্ষ টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৯৪% এবং প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৫.০৪%।

অর্থ বছর	মূল ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	অর্থ ব্যয়
২০১৩-১৪	২১২.০০	২১১.২৬	২১১.২৮	২১১.২৮	২১১.২৮
২০১৪-১৫	১৫৯৬.০০	১৫৯৬.০০	২১২৮.০০	২১২৮.০০	১৫৯৪.৫০
২০১৫-১৬	৪০০০.০০	৫১২৮.০০	৫১২৮.০০	৫১২৮.০০	৫১২১.৩৫
২০১৬-১৭	৫০০০.০০	৪০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৪৮৩৬.৪২

অর্থ বছর	মূল ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	অর্থ ব্যয়
২০১৭-১৮	৬৩৮৩.০১	৯৩৮৬.৪১	৬১২৬.০০	৬১২৬.০০	৫৭৩৯.০৪
২০১৮-১৯	-	-	১৯৬০.০০	১৯৬০.০০	১৮২১.২০২
সর্বমোট	১৭১৯১.০১	২০৩২১.৬৯	২০৫৫৩.২৮	২০৫৫৩.২৮	১৯৩২৩.৭৯

তথ্যসূত্র: পিসিআর

১৫. প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন:

১৫.১ সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক ৪৫টি পূর্ত প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পের ১৫টি সাইটে আনসার ও ভিডিপি'র ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত। পূর্ত কাজে মোট ব্যয় প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত মূল্যের ৮৯.৮৬%। প্রতিটি সাইটে নিম্নেবর্ণিত ০৩টি পূর্ত প্যাকেজ রয়েছে:

১ম প্যাকেজ: Construction of CO's Banglow, Battalion HQ, Quarter Guard, Kitchen and Substation Building cum Pump house
২য় প্যাকেজ: Construction of Other infrastructure, Drain, Internal Road, Boundary wall, Site improvement, External water supply
৩য় প্যাকেজ: External electrification, Solar system and Fire fighting

জননিরাপত্তা বিভাগের ২২ জুন ২০২০ তারিখের স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৬০.১৯২.০৭.১৪-১২৮ এর বরাতে প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে। পিসিআর মোতাবেক প্রকল্পের ১৫টি সাইটে আনসার ও ভিডিপি'র ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রতিটি সাইটে ব্যারাক কাম ব্যাটালিয়ান সদর দপ্তর, সিও বাসভবন, কোয়ার্টার গার্ড ভবন, কিচেন ভবন, অভ্যন্তরীণ আরসিসি রোড, সাবস্টেশন ভবন, ভূ-গর্ভস্থ জলাধার ও পাম্প হাউজ, সীমানা প্রাচীর ও গেট নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন, গভীর নলকূপ, বহি: পানি সরবরাহ ও বহি: বৈদ্যুতিক সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য দৈবচয়নের ভিত্তিতে চারটি জেলায় চারটি আনসার ব্যাটালিয়ন নির্বাচন করা হয়। এগুলো হলো গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বেতগ্রাম, খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা উপজেলার ছোট মেরুং, মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার কালাপুর এবং রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার নওহাটা আনসার ব্যাটালিয়ন।

১৫.২ দিঘীনালা (ছোটমেরুং) উপজেলা ব্যাটালিয়ন, খাগড়াছড়ি:

০৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে দিঘীনালা ব্যাটালিয়ন সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় আনসার ব্যাটালিয়নের উপ পরিচালক ও অধিনায়ক (চলতি দায়িত্ব) জনাব চন্দন দেবনাথ, প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ) জনাব মুনতাসির মামুন, গণপূর্ত বিভাগের উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের পর্যক্ষেণসমূহ নিম্নরূপ:

- ব্যারাক কাম ব্যাটালিয়ান সদর দপ্তর, সিও বাসভবন, কোয়ার্টার গার্ড ভবন, কিচেন, অভ্যন্তরীণ আরসিসি রোড, গভীর নলকূপ, ভূ-গর্ভস্থ জলাধার ও পাম্প হাউজ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও বহি:পানি সরবরাহ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্মিত আনসার ব্যাটালিয়ন কমপ্লেক্স আনসার ব্যাটালিয়নের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

- সিও বাংলো, কোয়ার্টার গার্ড ভবন, কিচেন ভবন, আরসিসি রোড, গভীর নলকূপ, ভূ-গর্ভস্থ জলাধার ও পাম্প হাউজ, সীমানা প্রাচীর ও গেট, ভূমি উন্নয়ন, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ০৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। ২০ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে ৪৭০.৩৮ লক্ষ টাকা মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পন্নের তারিখ ছিল ২০ জানুয়ারি ২০১৭। প্রকৃতপক্ষে, কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে।

- আনসার ব্যারাক (সিভিল, স্যানিটারি ও পূর্ত কাজ সহ) নির্মাণের জন্য ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। ২০ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে ৬৪২.৩০ লক্ষ টাকা মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পন্নের তারিখ ৩০ অক্টোবর ২০১৬। প্রকৃতপক্ষে কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে।

- ডিপিপিতে নির্দেশিত পূর্ত প্যাকেজের কম্পোজিশন মোতাবেক দরপত্র আহবান করা হয়নি। ১ম প্যাকেজের (WD28) অন্তর্ভুক্ত Battalion HQ কম্পোনেন্টটি ২য় প্যাকেজের (WD29) সাথে একত্রিত করে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। এছাড়া ৩য় প্যাকেজের (WD30) আওতায় External Electrification, Solar System, Fire fighting এর দরপত্র ডিপিপি মোতাবেক পৃথকভাবে করা হয়নি। এটি ১ম প্যাকেজের (WD28) সাথে করা হয়েছে। সুতরাং, প্রকিওরমেন্ট প্রক্রিয়ায় ডিপিপি'র প্রভিশনের ব্যত্যয় ঘটেছে।

- ব্যারাক কাম ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের বিভিন্ন ফ্লোরে কিছু দরজার লক নষ্ট, দরজা বাঁকা, পাল্লা ঝুলে যাওয়া, দরজার ফিটিংসে সমস্যা, ওয়াল ক্যাবিনেটের পাতলা/নিম্নমানের কাঠ, দরজার গ্লাস ভাঙা অবস্থায় দেখা যায়।

- ব্যারাক ভবনের ছাদে স্থাপিত পানির ট্যাংকসমূহের মধ্যে জিআই পাইপ দিয়ে সংযোগ দেয়া হয়নি, আনসারের সদস্যগণ নিজেরাই রাবারের পাইপ সংযোগ দিয়েছে। ট্যাংকের পানি ওভারফ্লো হওয়ায় কারণে ছাদ স্যাঁতস্যাতে অবস্থায় রয়েছে যা ছাদ তথা ভবনের ক্ষতিসাধন করছে।

- ব্যারাক ভবনের কিছু সংখ্যক পানির কল নষ্ট দেখা যায় এবং বেশ কিছু সংখ্যক টয়লেটের কমোড ফ্লাস নষ্ট রয়েছে মর্মে জানানো হয়।
- বহি: বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড হতে বিদ্যুতের সংযোগ প্রদান করা হয়নি। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সংযোগে চলছে।
- ঠিকাদার কর্তৃক বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়নি। যন্ত্রপাতি বসানো হয়নি, খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যন্ত্রপাতিসমূহ নস্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে মর্মে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছে। সাবস্টেশন ভবনের পিছনে মাটি ডেবে গেছে। ভূমিধ্বস হলে ভবনটি পড়ে যেতে পারে।

- নির্মিত কিচেন ভবনের মূল ফটকের দরজার উপরের দেয়ালে ড্যাম্প দেখা যায়। প্রশাসনিক ভবন ও কিচেন ভবনের মধ্যকার ওয়াকওয়ের ছাদে পানি জমে। পানি বের হওয়ার কোনো আউটলেট নাই। কিচেনের ছাদে পানি জমে থাকতে দেখা যায়। সমগ্র ছাদে মাত্র দু'টি আউটলেট আছে।

- নির্মিত অস্ত্রাগারের মূল ফটকের একটি অংশ খোলা যায় না। আটকে আছে। অস্ত্রাগারের সিলিং এর প্লাস্টার উঠে গেছে। জলছাদ নিম্নমানের।
- আনসার ব্যাটালিয়নের প্রধান গেটের একটি পাল্লা ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। বর্তমানে গেটটি অরক্ষিত। এছাড়া পাল্লা ঠিকমত লাগানো যায় না। প্রধান গেট সংলগ্ন ওয়েটিং রুমের ও টয়লেটের সকল কাজ অসম্পন্ন দেখা যায়।

- ব্যাটালিয়ানের অভ্যন্তরে আরসিসি রাস্তার খোয়া উঠে গেছে, রড বের হয়েছে। কাজ অতি নিম্নমানের।

- ব্যাটালিয়ন চত্বরে মসজিদের সন্নিকটে পশ্চিম-পূর্বদিকে রাস্তা ডেবে গেছে। যথাযথভাবে মাটি কমপ্যাকশন করা হয়নি। মসজিদ সংলগ্ন লোহার গেটটি ত্রুটিপূর্ণ। বন্ধ হয় না। সেন্ট্রি পোস্টের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে।

- সিও বাংলোর পিছনের মাটি ডেবে গেছে। ভবনের পূর্ব পাশের দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে।
- সিও বাংলোর উপরে স্থাপিত সোলার প্যানেল অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে।
- সামগ্রিকভাবে দিঘীনালা (ছোটমেরুং) উপজেলা ব্যাটালিয়ন, খাগড়াছড়ি সাইটে নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক নয়।

দিঘীনালা (ছোটমেরুং)ব্যাটালিয়ন, খাগড়াছড়ি পরিদর্শনের সময় গৃহিত ছবি



নির্মিত ব্যারাক কাম ব্যাটালিয়ন ভবন



নির্মিত কোয়ার্টার গার্ড ভবন



সাবস্টেশন ভবনের অসমাপ্ত কাজ



মেইন গেইট সংলগ্ন ওয়েটিং রুমের অসমাপ্ত কাজ



ব্যারাক কাম ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের ছাদে জলাধারের পানির ওভারফ্লো



ডেবে যাওয়া রাস্তা

- ঠিকাদার সকল কাজে বিলম্ব করেছে এবং সাবস্টেশন ভবন, প্রধান গেইট, সেন্ট্রি পোস্ট ও ওয়েটিং রূমের কাজ সম্পন্ন করেনি। কিন্তু ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তি মোতাবেক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

- গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হতে প্রাপ্ত লিখিত তথ্য মোতাবেক ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ইন্টারনাল অডিটে সাইটে ভিত্তিগর্ত হতে প্রাপ্ত পর্যাপ্ত মাটি থাকার পরও অপ্রয়োজনীয়ভাবে ট্রাকযোগে মাটি সরবরাহের মাধ্যমে ভিত্তিগর্ত ভরাট দেখিয়ে ২,৭০,৭৮৫/- টাকার অপচয় সাধন করা হয়েছে মর্মে অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে। এছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ইন্টারনাল অডিটে পিপিআর/০৮ এবং দরপত্রের শর্ত মোতাবেক নির্মাণ কাজের অনুকূলে ঠিকাদার কর্তৃক বীমা কভারেজ না করায় সরকারের ৩২,১১২/- টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে মর্মে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। আপত্তি দু'টির নিষ্পত্তি হয়নি। ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে গণপূর্ত বিভাগ হতে অবহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ইন্টারনাল অডিটের তথ্য এবং পুরো প্রকল্প মেয়াদের এক্সটারনাল অডিটের (মহা হিসাবনিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক) কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৫.৩ <u>শ্রীমংগল (কালাপুর) ব্যাটালিয়ন, মৌলভীবাজার:</u>

২৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার কালাপুর আনসার ব্যাটালিয়নে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় আনসার ব্যাটালিয়নের সিও জনাব এএইচ এম মেহেদী হাসান, মৌলভীবাজার গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো: মমিনুল হক, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব অমিয় সাহা শুভ, উপ সহকারী প্রকৌশলী জনাব আব্দুল হেকিম উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের পর্যক্ষেণসমূহ নিম্নরূপ:

- ব্যারাক কাম ব্যাটালিয়ান সদর দপ্তর, সিও বাসভবন, কোয়ার্টার গার্ড ভবন, কিচেন ভবন, অভ্যন্তরীণ আরসিসি রোড, সীমানা প্রাচীর, ভূ-গর্ভস্থ জলাধার ও পাম্প হাউজ নির্মাণ, গভীর নলকূপ স্থাপন ও বহি:পানি সরবরাহের কাজ করা হয়েছে। নির্মিত আনসার ব্যাটালিয়ন কমপ্লেক্স ব্যবহৃত হচ্ছে।

- ডিপিপিতে নির্দেশিত প্যাকেজের কম্পোজিশন মোতাবেক দরপত্র আহবান করা হয়নি। ১ম প্যাকেজ (WD22) কে বিভক্ত করে তিনটি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ১ম প্যাকেজের (WD22) অন্তর্ভুক্ত কিচেন ভবন এবং ২য় প্যাকেজের (WD23) অন্যান্য অবকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত সাবস্টেশন ভবন, মেইন গেট, গার্ড রুম, সীমানা প্রাচীর, ড্রেন ইত্যাদি নিয়ে একটি আলাদা টেন্ডার করা হয়েছে।

ক্রমিক	প্রকিরমেন্টের বর্ণনা	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কার্য সম্পন্নের তারিখ	
				চুক্তি অনুযায়ী	বাস্তবে
০১	Construction of CO's Banglow, Quarter Guard,	২৮/০৭/১৬	২৭/১১/১৬ ১৫২.৮৭	২৬/০৮/১৭	৩১/০৭/১৭
	Substation Building cum pump house	২১/০৯/১৭	১৫/১১/১৭ ১৮.৪১	১৫/০২/১৮	১৫/০২/১৮
	Battalion HQ	২৭/০৯/১৭	২৭/০৫/১৫ ৫৯৫.৭০	০৮/০৫/১৮	০৮/০৫/১৮
০২	Construction of other infrastructure, Drain, Internal, Road, Boundary wall, Site improvement, External Water Supply	২৭/০৯/১৭	১৫/১১/১৭ ২৩৫.৯৫	১৫/০২/১৮	১৫/০২/১৮
০৩	External electrification, Solar system,Fire fighting	২১/০৯/১৭	০৬/১২/২০১৭ ৪৮.৫৫	০৬/০২/১৭	০৬/০২/১৮
০৪	CO's Banglow Boundary wall, Barded wire Boundary wall, Main	২৯/০৫/১৯	২০/০৬/২০১৯ ৮৫.৬৭	৩০/০৬/১৯	৩০/০৬/১৯

ক্রমিক	প্রকিরমেন্টের বর্ণনা	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কার্য সম্পন্নের তারিখ	
				চুক্তি অনুযায়ী	বাস্তবে
	Gate & Guard Room,Internal Road connection Main gate, Sub-Satation & Kitchen Building, Internal Drain, Battation Complex Temper glass & Fiber Sheet.				

- নির্মিত ব্যারাক কাম ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের ছাদের ৪র্থ তলার চিলেকোঠায় এবং ১ম, ২য় ও ৩ তলার পূর্ব ও পশ্চিম পাশের দেয়াল ড্যাম্প লক্ষ্য করা যায়। নিচতলার পশ্চিম পাশের টয়লেট সংলগ্ন ইলেক্ট্রিক সুইচ বোর্ড দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। ভবনের টয়লেটে ক্রটিপূর্ণ কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে।

- ছাদে ট্যাংকের পানি ওভারফ্লো হয়। ফলে ছাদ নষ্ট হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। ছাদে স্থাপিত সোলার প্যানেল কার্যকর নেই।

- ব্যারাক কাম ব্যাটালিয়ন ভবনের ফেসিং ব্রীকের জয়েন্ট দিয়ে পানি চুইয়ে পড়তে দেখা যায়;

- সাবস্টেশন ভবনের মাটি ডেবে গেছে। জেনারেটর ৬ মাস যাবৎ নষ্ট রয়েছে মর্মে অবহিত করা হয়।

- নির্মিত কিচেন ভবন ব্যবহার করা হচ্ছে না। কিচেন স্টোরের ফ্লোরের প্লাস্টার উঠে গেছে।

- নির্মিত সিও বাংলোর মূল গেটে ফাটল। কোয়ার্টার গার্ডের বিভিন্ন প্লাস্টারে ফাটল দেখা যায়।

- গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হতে প্রাপ্ত লিখিত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের অডিট প্রতিবেদনে (মহা হিসাবনিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক) আর্থিক বৎসর শেষে বরাদ্দের তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে ঠিকাদারকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য হস্ত রশিদের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ২,৩৩,৭৮,৩৭৭/- লক্ষ টাকার পরিশোধ করায় অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে। এছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ইন্টারনাল অডিটে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর বাবদ ১০,৩২১/-টাকা আদায় না করায় আপত্তি দেয়া হয়েছে। আপত্তি দু'টি নিষ্পত্তি হয়নি। ২০১৩-১৪, ২০১৫-১৬, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ইন্টারনাল অডিটের তথ্য নেই। ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থ এক্সটারনাল অডিটের তথ্য নেই।

শ্রীমংগল (কালাপুর) ব্যাটালিয়ন, মৌলভীবাজার পরিদর্শনের সময় গৃহিত ছবি



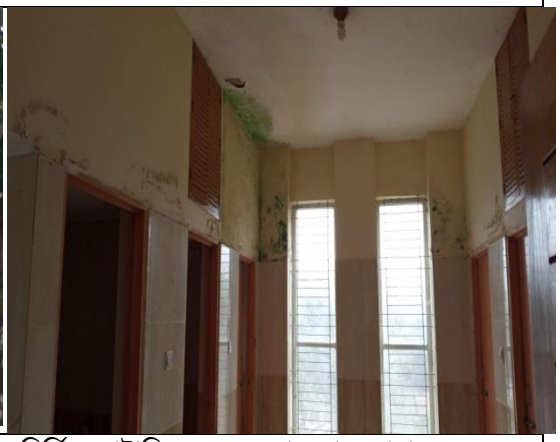
নির্মিত সিও বাংলো ভবন



নির্মিত কোয়ার্টার গার্ড ভবন



নির্মিত ব্যারাক কাম ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর ভবন



নির্মিত ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কাম ব্যারাক ভবনের টয়লেটে ড্যাম্প

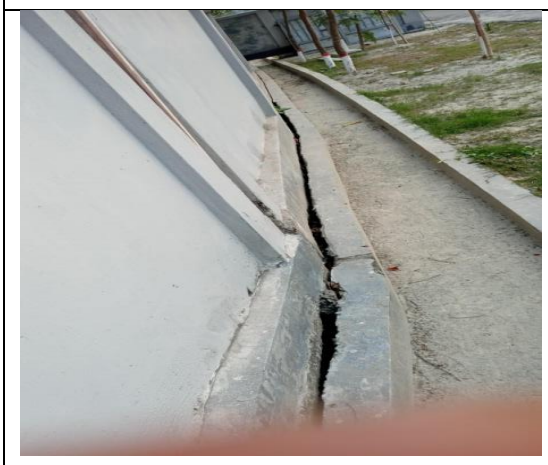
১৫.৪ সদর উপজেলা বেতগ্রাম, গোপালগঞ্জ ব্যাটালিয়ন:

৩০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার বেতগ্রাম ব্যাটালিয়ন সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার জনাব ফেরদৌস হাসান, গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব অমিয় কুমার বিশ্বাস, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব দীপক চন্দ্র শীল উপস্থিত ছিলেন। পর্যক্ষেণসমূহ নিম্নরূপ:

- ১৮ জুন ২০১৫ তারিখে ৯৭১.৬৮ লক্ষ টাকা মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক কাজ সম্পন্নের তারিখ ৩০ জুন ২০১৯। প্রকৃতপক্ষে কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে।
- ০৩টি প্যাকেজের পরিবর্তে সকল প্যাকেজকে একত্রিত করে ০১টি একটি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। এতে ডিপিপি'র প্রকিওরমেন্ট প্রভিশনের ব্যত্যয় ঘটেছে।
- ব্যারাক কাম ব্যাটালিয়ান সদর দপ্তর, সিও বাসভবন, কোয়ার্টার গার্ড ভবন, কিচেন ভবন, অভ্যন্তরীণ রোড, সীমানা প্রাচীর, ভূ-গর্ভস্থ জলাধার ও পাম্প হাউজ নির্মাণ এবং গভীর নলকূপ ও বহি:বিদ্যুতায়নের কাজ করা হয়েছে। নির্মিত ব্যাটালিয়ন কমপ্লেক্স ২৮ জুন ২০২০ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। ডিসেম্বর ১৯ হতে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- ব্যারাক কাম ব্যাটালিয়ন ভবনের সিও কক্ষে লাগানো টাইলস্ এর সমরূপতা রক্ষা করা হয়নি। রুমে বিভিন্ন রঙের টাইলস্ স্থাপন করা হয়েছে। সিও এর রুমের সামনের প্রবেশমুখে ড্যাম্প রয়েছে।
- প্রশাসনিক ভবনের নীচতলায় ড্যাম্প, দরজার ফিটিংস্ এবং স্যানিটারি ফিটিংস ত্রুটিপূর্ন।
- নীচতলার সকল স্টোর রুমে ড্যাম্প। ২য় তলার করিডোরের বাম পাশের ৩ নং রুম এবং ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলার পূর্ব ও পশ্চিম পাশের সকল টয়লেটের দেয়াল ব্যাপকভাবে ড্যাম্প।

- ভবনের ৩ তলার করিডোর সংলগ্ন সামনের বারান্দায় বৃষ্টিপাত হয়ে সরাসরি আনসারদের আবাসন কক্ষে প্রবেশ করে। স্লোপ যথাযথভাবে করা হয়নি।
- ভবনের টয়লেট সংলগ্ন প্রতিটি রুমের দেওয়ালে ড্যাম্প।
- সোলার প্যানেলের সংযোগ মেইন লাইনের সাথে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে।
- ভবনের ছাদে পানি জমে, ছাদের জলছাদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
- ভূগর্ভস্থ জলাধারের সাথে পৌরসভার পানির লাইনের সাথে সংযোগ দেয়া হয়নি। ফলে পার্শ্ববর্তী পুকুর হতে পাইপের মাধ্যমে পানি জলাধারে নিয়ে আসা হচ্ছে।
- অস্ত্রাগারের রুম, সেল ও সিলিং সর্বত্রই ব্যাপক ড্যাম্প পরিলক্ষিত হয়েছে।
- রান্নাঘরের ভেতরে ও বাইরের দেওয়ালের পেইন্টিং/পলেস্তারা ঝরে পড়ছে।
- সিও বাংলোর বাউন্ডারী ওয়াল সংলগ্ন কম্পাউন্ড ড্রেন এলাকায় মাটি যথাযথভাবে কমপ্যাকশন না হওয়ায় ড্রেন ডেবে গেছে।
- রাস্তার কার্পেটিং এর মান নিম্নমানের। ব্যাটালিয়ন অধিনায়কের বাসভবনে গমনাগমনের পাকা রাস্তা ডেবে যাওয়ায় চলাচলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।
- সকল ভবনের ফেসিং ব্রীক এর জয়েন্টগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অডিট প্রতিবেদনে (মহা হিসাবনিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক) চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদারের নিকট হতে Liquidity demurrage বাবদ ৪৬,৪৭,৫৮২/- টাকা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে মর্মে অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে। আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি। ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়েছে।

<u>সদর উপজেলার বেতগ্রাম, গোপালগঞ্জ ব্যাটালিয়ন পরিদর্শনের সময় গৃহিত ছবি</u>

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>নির্মিত ব্যারাক কাম ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর ভবন</td><td>নির্মিত কোয়ার্টার গার্ড ভবন</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ডেবে যাওয়া সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন কম্পাউন্য ড্রেন</td><td>ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কাম ব্যারাক ভবনের দেওয়ালে ড্যাম্প</td></tr>
</table>

১৫.৫ পবা (নওহাটা), রাজশাহী ব্যাটালিয়ন:

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ পবা (নওহাটা), রাজশাহী ব্যাটালিয়ন সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় আনসার ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার এএইচ এম মেহেদী হাসান, রাজশাহী গণপূর্ত বিভাগ-১ এর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো: মাসুদ রানা উপস্থিত ছিলেন।

- ব্যারাক কাম ব্যাটালিয়ান সদর দপ্তর, সিও বাসভবন, কোয়ার্টার গার্ড ভবন, কিচেন ভবন, অভ্যন্তরীণ আরসিসি রোড, ভূ-গর্ভস্থ জলাধার ও পাম্প হাউজ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং গভীর নলকূপ স্থাপন, বহি:পানি ও বহি: বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ করা হয়েছে। ব্যাটালিয়ন কমপ্লেক্স ১৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে হস্তান্তর করা হয়। নির্মিত ব্যাটালিয়ন কমপ্লেক্সে দাপ্তরিক কাজকর্ম এবং আনসারদের আবাসনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ডিপিপিতে নির্দেশিত প্যাকেজ অনুযায়ী দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

প্রকিরমেন্টের বর্ণনা	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কার্য সম্পন্নের তারিখ	
			চুক্তি অনুযায়ী	বাস্তবে
Construction of Co's banglow, Battalion HQ Quarter Guard, Kitchen Substation Building cum pump house	২৯-১০-১৪	১-১-১৫	১-৭-১৬	১৯-২-১৭
Construction of other infrastructure, Drain Internal,Road, Boundary wall, Site improvement, External, Water Supply	২১-৯-১৭	২৪-১২-১৭ ১২৪.৯৭	২৩-৪-১৮	১৭-৪-১৮
External Electrification, Solar system, fire fighting	২৭-৯-১৭	৯-১-১৮ ৪৪.৮৪	৮-৪-১৮	১৫-২-১৯

- ব্যারাক ভবনের পূর্ব পাশের প্রতি ফ্লোরের টয়লেটের দেওয়াল ড্যাম্প।
- ছাদে ট্যাংকের পানির ওভারফ্লো হয়। ছাদ তথা ভবন নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে।
- অস্ত্রাগারের প্রবেশ দ্বারের বীমে ফাটল দেখা দিয়েছে।
- কিচেন ভবনের ছাদে পানি জমে রয়েছে। ছাদ তথা ভবন নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে।
- জেনারেটর অচল রয়েছে।
- সোলার প্যানেলের কার্যকারিতা নেই।
- ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট হয়নি মর্মে গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী অবহিত করেন।

পবা (নওহাটা), রাজশাহী ব্যাটালিয়ন পরিদর্শনের সময় গৃহিত ছবি



নির্মিত ব্যারাক কাম ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর ভবন



নির্মিত কোয়ার্টার গার্ড ভবন



কিচেন ভবনের ছাদ ট্যাংকের পানির ওভারফ্লো



নির্মিত ব্যারাক কাম ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর ভবনের দেওয়ালে ড্যাম্প

১৫.৬ অবশিষ্ট ১১টি সাইটের পূর্ত কাজ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যাটালিয়নের পরিচালক/সহকারি পরিচালকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:

ক্র. নং	ব্যাটালিয়ন	অসঙ্গতির বিবরণ
১.	গাজীপুর (সফিপুর ১০ আনসার ব্যাটালিয়ন)	• বিভিন্ন ভবনে দরজার লক অকোজো হয়ে গেছে; • সিড়ির রেলিং এ মরিচা ধরেছে; • ফিটিংস অকেজো হয়েছে; • এখনো হস্তান্তর হয়নি।
২.	নেত্রকোনা (৬ আনসার ব্যাটালিয়ন)	• বিভিন্ন ভবনের দরজা জানালা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; • বাথরুম থেকে পানি পড়ে; • মাটি ভরাট সমতল হয়নি।
৩.	রাঙ্গামাটি (৩৬ আনসার ব্যাটালিয়ন)	• চারতলা ভবনের বেজমেন্টে ফাঁটল ধরেছে; • সিও বাংলো, কিচেন কোয়ার্টার ভবনে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে।
৪.	লক্ষীপুর (১৩ আনসার ব্যাটালিয়ন)	• ব্যারাকের বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়নি; • ফিটিংসগুলো ব্যবহার অনুপযোগী; • হস্তান্তর হয়নি।
৫.	পটুয়াখালী	• সিও বাংলোর ওয়াল পড়ে গেছে;

ক্র. নং	ব্যাটালিয়ন	অসঙ্গতির বিবরণ
	(৩৪ আনসার ব্যাটালিয়ন)	• এখনো হস্তান্তর হয়নি।
৬.	ঠাকুরগাঁও (২২ আনসার ব্যাটালিয়ন)	• প্লাস্টার খসে পড়েছে; • সুয়্যারেজ লাইন নিম্নমানের; • স্যানিটারি আইটেম নিম্নমানের।
৭.	মাদারীপুর (২০ আনসার ব্যাটালিয়ন)	• এখনো পূর্ত কাজ সমাপ্ত হয়নি।
৮.	খাগড়াছড়ি (২৫ আনসার ব্যাটালিয়ন)	• এখনো কাজ সমাপ্ত হয়নি; • ফিনিশিং কাজ হয়নি; • মাটি ভরাটের কাজ বাকী রয়েছে।
৯.	খুলনা (৯ আনসার ব্যাটালিয়ন)	• এখনো হস্তান্তর হয়নি।
১০.	বান্দরবান(৩২ আনসার ব্যাটালিয়ন)	• এখনো হস্তান্তর হয়নি; • বিদ্যুৎ লাইন লাগানো হচ্ছে।
১১.	চুয়াডাঙ্গা(১৪ আনসার ব্যাটালিয়ন)	• এখনো কাজ সমাপ্ত হয়নি।

১৬। <u>প্রকল্পের অন্যান্য সাইটের অডিট সংক্রান্ত তথ্য।</u>

পিসিআর এ প্রকল্পের ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। অডিটের তথ্যাদি প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে আইএমইডি হতে ২৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালককে পত্র প্রেরণ করা হয়। গণপূর্ত বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির অবস্থা নিম্নরূপ:

<u>ঠাকুরগাঁও সাইট</u>

অর্থবছর	অডিট আপত্তির বিবরণ	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা
২০১৪-১৫ (ইন্টারনাল অডিট)	নির্মাণ সংস্থাকে পরিশোধিত বিল হতে সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন করা হয় নাই। জড়িত টাকা= ১,৬১,৯৬৬/-।	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে।
	ভূমি উন্নয়ন কাজ হতে ফাউন্ডেশন ট্রেন্সের কর্তনকৃত মাটি বাদ না দিয়ে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ। জড়িত টাকা পরিমাণ=৪৪,৫০৬/-।	জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
২০১৪-১৫ (এক্সটারনাল অডিট)	• অস্বাভাবিক নিম্নদর প্রদানকারী ঠিকাদারগণের নিকট হতে কার্য সম্পাদন জামানত বাবদ ৮,১৯,৫৫০/- টাকা কম গ্রহণ করে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান পিপিআর-২০০৮ এর লংঘন। জড়িত টাকা ৮,১৯,৫৫০/। • নির্মাণ কাজের বিল হতে ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকারের ১,৮০,০০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি। জড়িত টাকার পরিমাণ-১০,০০,০০০/-।	জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
২০১৫-১৬ (এক্সটারনাল অডিট)	মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে সংশোধিত প্রাক্কলনের মাধ্যমে কাজের নামে ঠিকাদারকে ৯৭,০৫,৬৩৯/- টাকা পরিশোধ।	জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সাইট

অর্থবছর	অডিট আপত্তির বিবরণ	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা
২০১৮-১৯ (ইন্টারনাল অডিট)	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজে নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর কর্তন না করায় সরকারি আর্থিক ক্ষতি ৩৮,৯৯০/- টাকা।	আপত্তির জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

লক্ষীপুর সাইট

অর্থবছর	অডিট আপত্তির বিবরণ	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা
২০১৭-১৮ (ইন্টারনাল অডিট)	বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং কাজের ক্ষেত্রে এমবিতে বিস্তারিত/ডিটেইল পরিমাপ গ্রহণ না করে ৩৪৭৫ মিটার বৈদ্যুতিক ক্যাবলের থোক পরিমাপ প্রদর্শনপূর্বক ১১,৬৯,৩৯৫/- টাকার বিল পরিশোধ।	জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

নেত্রকোণা সাইট

অর্থবছর	অডিট আপত্তির বিবরণ	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা
২০১৩-১৪ (ইন্টারনাল অডিট)	রাস্তা নির্মাণ কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত আর.সি.সি. ঢালাই কাজ সম্পাদন প্রদর্শন করে অনাবশ্যক ব্যয় পরিশোধ। জড়িত টাকা ২,৭৬,৯৪৫/-।	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে।
২০১৬-১৭ (ইন্টারনাল অডিট)	দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ঠিকাদার কর্তৃক দর প্রস্তাব দাখিল করা সত্বেও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কম বা সর্বনিম্ন কার্য সম্পাদন জামানত সংরক্ষণ এর সুপারিশ প্রদান। পিপিআর আইন ও বিধিমালা লংঘন করে সরকারি কাজের ঝুঁকি সহায়তা প্রদান। জড়িত টাকা ৩১,৬১,০০০/-।	
২০১৪-১৫ (এক্সটারনাল অডিট)	• আনসার ও ভিডিপি ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার নির্মাণ প্রকল্পে নেত্রকোণার জারিয়া একটি নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় (১) সিও বাংলো (২) কোয়াটার গার্ড (৩) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। পিডব্লিউডি কোডের ৮১ অনুচ্ছেদ উপেক্ষা করে অনুমোদিত ডিপিপি মূল্যে অপেক্ষা ১,৭৭,৩২,৩০২/- টাকা অতিরিক্ত মূল্যে প্রণয়নকৃত প্রাক্কলন যোগ্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পূর্বেই টেন্ডার আহ্বানপূর্বক মূল্যায়নকরত: ১,০৪,৪০৮৮১/- টাকা অতিরিক্ত মূল্যের কার্যাদেশ প্রদানে সরকারের দায় সৃষ্টি। • জারিয়া আনসার ব্যাটালিয়নের হেড কোয়াঃ কাম ব্যারাক নির্মাণ এবং (খ) জারিয়া আনসার ব্যাটালিয়নের সি.এ.ও বাংলো, কোয়ার্টার গার্ড (গ) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী চুক্তি মূল্যের ওপর ইন্সুরেন্স না করায় সরকোরের ভ্যাট ক্ষতি যথাক্রমে ৫০,৫৭২/- টাকা এবং ২৬,০৭৯/- টাকা মাত্র।	পূর্ত অডিট অধিদপ্তর বরাবর জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
২০১৫-১৬ (এক্সটারনাল অডিট)	আনসার হেড কোয়ার্টারের সি.ও. বাংলোসহ কোয়ার্টার গার্ড ভবন নির্মাণ কাজের জন্য ডিপিপিতে ২,১১,৭১,০০০/- টাকা অনুমোদন রয়েছে। এক্ষেত্রে ডিপিপিতে অনুমোদিত মূল্য অপেক্ষা (৩,১৬,১১,৮৮১-২,১১,৭১,০০০)=১,০৪,৪০,৮৮১/- টাকার অধিক চুক্তি সম্পাদন করে ডিপিপি'র নির্দেশনা লংঘন করা হয়েছে।	

বান্দরবান সাইট

অর্থবছর	অডিট আপত্তির বিবরণ	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা
২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ (ইন্টারনাল	• ফাউন্ডেশন ট্রেন্স ও প্লিন্থে বালি ভরাট কাজের পরিমাপ হতে ফাউন্ডেশন ওয়ার্কসমূহ কম বাদ দেয়ায় বালি ভরাট কাজের অতিরিক্ত ২,০৯,৩৪০/- টাকা পরিশোধ হয়েছে।	ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

অডিট)	• প্রয়োজনাতিরিক্ত কাজের পরিমাপ রেকর্ড দেখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ। জড়িত টাকা ১১,৯৭,৪১৬/-	
২০১৮-১৯ (ইন্টারনাল অডিট)	ঠিকাদার কর্তৃক কনস্ট্রাকশন মালামাল পরিবহনসহ কাজ করার চুক্তি সম্পাদন করা সত্বেও কনস্ট্রাকশন মালামাল পরিবহনের জন্য পৃথক দরে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে অনাবশ্যক ব্যয়। সরকারি স্বার্থ ক্ষুন্ন। জড়িত টাকা ৩৫,৩৫,৫০২/-।	
২০১৬-১৭ (এক্সটারনাল অডিট)	• দরপত্রের শর্ত মোতাবেক চুক্তি মূল্যের বিবিধ ঝুঁকির উপর বীমা না করায় ভ্যাট বাবদ ৮৪,৮০৯/-টাকার রাজস্ব ক্ষতি। • ক্রয় বিধি (সংশোধন-২০১৬) এর ১৬(ক) লঙ্ঘনপূর্বক বিভিন্ন দপ্তরে অনিয়মিতভাবে ১৩৪,৪৪,৮১,৩৯৮/- টাকার প্রাক্কলন অনুমোদন (আনসারের জড়িত টাকা ৩,৫৬,৯২,০৯৬/-)। • প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পূর্বেই চলতি বিলে কর্তনকৃত জামানতের অর্থ নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্তের পূর্বই ফেরত প্রদান (জড়িত টাকা-১৯,০০,০০০/-)	নিষ্পত্তি হয়নি। ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

রাঙামাটি সাইট

অর্থবছর	অডিট আপত্তির বিবরণ	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা
২০১৬-১৭	বৈদ্যুতিক ক্যাবলের রুট চিহ্নিত না করেই/ডিটেইলড পরিমাপ ব্যতিরেকেই থোক পরিমান গ্রহণপূর্বক ৮,৫৭,১৬৭/- টাকা পরিশোধ।	জবাব প্রদান করা হয়েছে। নিষ্পত্তি হয় নাই।

১৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
উন্নত অফিস স্পেস তৈরী করা।	স্থায়ী ও সুপারিসর অফিস স্পেস তৈরী করা হয়েছে।
অফিসারদের ডরমিটরি সুবিধা প্রদান করা।	অফিসারদের ডরমিটরি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
আনসারদের বাসস্থানের সুবিধা প্রদান করা।	আনসারদের বাসস্থানের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিরাপদে রাখা।	অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
কমান্ডিং অফিসারের বাংলো তৈরী করা।	কমান্ডিং অফিসারের বাংলো তৈরী করা হয়েছে।
ব্যাটালিয়নসমূহকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা।	প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ীসমূহ আনসার ব্যাটালিয়নের অপারেশন ও মনিটারং এর কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ব্যাটালিয়নসমূহে ব্যারাক, দপ্তর, কিচেনে আসবাবপত্র/সরঞ্জাম/ইক্যুইপমেন্ট প্রদান করা হয়েছে।

১৮। <u>সার্বিক পর্যবেক্ষণ:</u>

১৮.১ আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশের আনসার ও ভিডিপি'র ১৫টি ব্যাটালিয়নের স্থায়ী সদর দপ্তর, ব্যারাক, ডরমেটরী, কোয়ার্টার গার্ড, কিচেন ভবন ইত্যাদি নির্মাণ ও আনুষংগিক সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছে যা সার্বিকভাবে আনসার ও ভিডিপি'র কর্মকান্ড পূর্বের তুলনায় অধিকতর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়ক হবে মর্মে আশা করা যায়।

১৮.২ প্রকল্পের বাস্তবায়নে মূল প্রকল্প ব্যয় অপেক্ষা ১২.৪০% অধিক অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং ১৮ মাস (৩৩.৩৩%) বেশী সময় লেগেছে। মূল প্রকল্প প্রণয়ণের সময় সাইট/ব্যাটালিয়নসমূহের বিস্তারিত সার্ভে ও প্রকৃত need assessment করা হয়নি। বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার চার বছর পর বিভিন্ন সাইটে ভৌত অবকাঠামোর পরিমাণ বৃদ্ধি, নতুন অংগের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। এর ফলে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং পূর্ত কাজের বর্ধিত পিডব্লিউডি রেট সিডিউলের কারণে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়েছে।

১৮.৩ পরিদর্শিত চারটি সাইটে/ব্যাটালিয়নে (খাগড়াছড়ি, মৌলভীবাজার, গোপালগঞ্জ ও রাজশাহী) নবনির্মিত ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে সার্বিকভাবে এ সকল ব্যাটালিয়নের নির্মাণ/পূর্ত কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক নয়। নির্মাণের দু'বছরের মধ্যেই ভবনের বিভিন্ন অংশে ড্যাম্প সৃষ্টি হয়েছে, পলেস্তারা খসে পড়ছে। দরজা, গ্লাস ও বিভিন্ন ফিটিংস মানসম্মত নয়। আরসিসি রাস্তার খোয়া উঠে গেছে/ভবনের চারিপাশ ও রাস্তা ডেবে গেছে। সোলার প্যানেল কার্যকর নেই। জেনারেটর নষ্ট/যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়নি। খাগড়াছড়ি সাইটে সাবস্টেশন, ওয়েটিং রুম, মেইন গেট, সেন্ট্রি পোস্ট, বহি: বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। প্রকল্পের অন্যান্য ব্যাটালিয়নে এহেন দুরবস্থার আশংকা অমূলক নয় (অনুচ্ছেদ ১৫.২-১৫.৫); উল্লেখ্য, বিবেচ্য প্রকল্পটি জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির পর উল্লিখিত ত্রুটি/বিচ্যুতি বহাল থাকার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। উপরে বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিবেচ্য প্রকল্পের উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উল্লিখিত ত্রুটি/বিচ্যুতি অবিলম্বে দূর করার প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো

১৮.৪ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন ও অবকাঠামোসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়েছে। পরিদর্শনকালে অধিকাংশ ভবনের ছাদে বৃষ্টির পানি ও জলাধারের উপচে পড়া পানি জমে থাকতে দেখা যায়। পানি অপসারণ করা হয় না। জলছাদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভবনের বিভিন্ন অংশ আর্দ্র, ভেজা ও স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে এ সকল ভবনের Structural damage শুরু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। ভবনসমূহে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বিরাজমান নেই। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না নিলে ভবনগুলো অচিরেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৫.২-১৫.৫);

১৮.৫ পরিদর্শিত চারটি সাইটের মধ্যে তিনটি সাইটে (খাগড়াছড়ি, মৌলভীবাজার ও গোপালগঞ্জ) পূর্ত কাজের দরপত্রে ডিপিপি'র ব্যত্যয় ঘটেছে। ডিপিপিতে নির্দেশিত প্যাকেজের কম্পোজিশন মোতাবেক দরপত্র আহবান করা হয়নি। ০৩টি প্যাকেজ/০২টি প্যাকেজকে একত্রিত করে ০১টি একক দরপত্র আহবান করা হয়েছে/০১ টি প্যাকেজকে বিভক্ত ০৩টি পৃথক দরপত্র আহবান করা হয়েছে/ কোন একটি প্যাকেজের একটি কম্পোনেন্ট অপর একটি প্যাকেজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দরপত্র করা হয়েছে। নির্মাণ কাজে বিলম্ব ঘটেছে। কিছু অংগের কাজ আদৌ সম্পন্ন করা হয়নি। কিন্তু ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি (অনুচ্ছেদ ১৫.২-১৫.৫);

১৮.৬ প্রকল্পে সকল সাইটে বাস্তবায়ন কাজে বিভিন্ন অসঙ্গতি রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৫.১ -১৫.৬)। প্রকল্প সমাপ্তির পর উল্লিখিত ত্রুটি-বিচ্যুতি বহাল থাকার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লিখিত ত্রুটি-বিচ্যুতি অবিলম্বে দূর করার প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আইএমইডি এর ২৪ মার্চ ২০২১ এর পত্র নং- ২১.০০.০০০০.৪৮৬.১৪.০২৯.১৭-১৯৫ ও ১৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখের পত্র নং ২১.০০.০০০০.৪৮৬.১৪.০২৯.১৭-২০৯/১ এর মারফত জননিরাপত্তা বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি জানা যায়নি।

১৮.৭ গণপূর্ত বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের বিভিন্ন সাইটে সকল অডিট আপত্তির (ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল) নিষ্পত্তি হয়নি। কার্য সম্পাদন জামানত বাবদ কম গ্রহণ করে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান/নির্মাণ কাজের বিল হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করা/ কম ভ্যাট কর্তন করা, বালি ভরাট কাজে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ, বিভিন্ন ঝুঁকির ওপর বীমা কভারেজ না করা, নির্ধারিত সীমা অতিক্রমের পূর্বেই জামানতের অর্থ ফেরত প্রদান, প্রয়োজনাতিরিক্ত কাজের পরিমাপ দেখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ/মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে সংশোধিত প্রাক্কলনের মাধ্যমে ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধ, বিস্তারিত পরিমাপ গ্রহণ না করে বৈদ্যুতিক ক্যাবলের থোক প্রদর্শনপূর্বক বিল পরিশোধ, অনুমোদিত ডিপিপি অপেক্ষা অধিক মূল্যে দরপত্র আহবান এবং অধিক মূল্যে চুক্তি সম্পাদন/কার্যাদেশ প্রদান, অপ্রয়োজনীয়ভাবে ট্রাকযোগে মাটি সরবরাহের মাধ্যমে ভিত্তিগর্ত ভরাট দেখিয়ে অপচয় সাধন, আর্থিক বৎসর শেষে বরাদ্দের তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে ঠিকাদারকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য হস্ত রশিদের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধ/নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদারের নিকট হতে Liquidity demurrage বাবদ অর্থ আদায় না করা ইত্যাদি বিষয়ে ওপর অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। রাজশাহী সাইটে এ যাবত কোন অডিট হয়নি মর্মে সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত বিভাগ হতে জানানো হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৬)

১৯. আইএমইডি এর সুপারিশ/মতামত:

১৯.১ জননিরাপত্তা বিভাগ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক খাগড়াছড়ি, মৌলভীবাজার, গোপালগঞ্জ ও রাজশাহী সাইট সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামোর জরাজীর্ণ অবস্থা/Structural damage এর প্রকৃতি চিহ্নিত ও পরিমাণ নিরূপণ এবং সৃষ্ট বিভিন্ন সুবিধাদির কার্যকারিতা পরীক্ষা/যাচাই করে ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রয়োজনীয় মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিম্নমানের কাজের জন্য সংশ্লিস্টগণের দায়-দায়িত্ব নিরুপণ করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.২-১৫.৫, ১৫.৬, ১৮.৩, ১৮.৬, ১৮.৪);

১৯.২ জননিরাপত্তা বিভাগ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের অপর ১১টি ব্যাটিলিয়ন সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো/সুবিধাদির বর্তমান অবস্থা/কার্যকারিতা যাচাই/পরীক্ষা করতে হবে এবং তদনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.২-১৫.৫, ১৮.৩, ১৮.৪);

১৯.৩ খাগড়াছড়ি সাইটে সাবস্টেশন, ওয়েটিং রুম, মেইন গেট, সেন্ট্রি পোস্ট ও বহি: বিদ্যুতায়নের অসম্পন্ন কাজ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক সম্পন্ন করতে হবে। খাগড়াছড়ি গণপূর্ত বিভাগকে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। জননিরাপত্তা বিভাগ এবং আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা অধিদপ্তরকে এ ব্যাপারে মনিটরিং করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো (অনুচ্ছেদ ১৫.২ ও ১৮.৩)

১৯.৪ কাজে বিলম্ব এবং কাজ সম্পন্ন না করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.২-১৫.৫ ও ১৮.৫);

১৯.৫ ডিপিপি'র নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্যাকেজকে বিভক্ত করা, একাধিক প্যাকেজকে ০১টি প্যাকেজে রুপান্তরিত করা এবং প্যাকেজের কম্পোজিশন মোতাবেক টেন্ডার না করার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.২-১৫.৫ ও ১৮.৫);

১৯.৬ ভবনসমূহের ছাদে বৃষ্টির পানি ও জলাধারের উপচে পড়া পানি যাতে জমে না থাকে সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার কর্তৃক নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.২-১৫.৫ ও ১৮.৪);

১৯.৭ প্রকল্পের ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিটে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জননিরাপত্তা বিভাগকে বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো। রাজশাহী সাইটে অডিট সম্পাদন না হওয়ার বিষযটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ১৮.৫);

১৯.৮ ভবিষ্যতে প্রকল্পের ব্যয় ও সময় অহেতুক বৃদ্ধি পরিহারের লক্ষ্যে যথাযথভাবে feasibility study ও বাস্তবসম্মতভাবে প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ করে প্রকল্প গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের সচেষ্ট হতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৮.২)

২০। প্রতিবেদনে উল্লিখিত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ভবন নির্মাণ এবং আইটি সেন্টার স্থাপন শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত জুন, ২০১৯)

০১.	প্রকল্পের নাম	বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ভবন নির্মাণ এবং আইটি সেন্টার স্থাপন		
০২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহী এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর		
০৩	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়		
০৪.	প্রকল্পে অর্থায়ন (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি (অনুদান)	প্রকল্প সাহায্য (ভারত সরকারের অনুদান)
		১৩৫৬.২৫৯৯৪	২৭০.৩২৪৬৩	১০৮৫.৯৩৫৩১
০৫.	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ও অনুমোদনের তারিখ	মূল	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, ১৫ মার্চ ২০১৭	
		সংশোধিত ডিপিপি	মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ২৭ জুন ২০১৯	
০৬.	প্রকল্প এলাকা	বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, চারঘাট, রাজশাহী		
০৭.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	• বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমীতে আইটি সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি; • একই ভবনে আইটি সেন্টার, ক্রাইম সিন, মক পুলিশ স্টেশন এবং ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে বাস্তবমুখী ডিজিটাল ভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং • আধুনিক আইটি সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধাদি, ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়ার এবং আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা।		
০৮.	প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্ট	• বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ভবন ও আইসিটি সেন্টার স্থাপন; • ০৩টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন; • কেন্দ্রীয় ভিজ্যুয়ালাইজেশন টেকনোলজির মাধ্যমে ক্লাস রুম পরিচালনা/নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; • একাডেমি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ও ডেটা সেন্টার স্থাপন; • এক্সেস কন্ট্রোল এন্ড সিকিউরিটি সিস্টেম স্থাপন; এবং • অভ্যন্তরীণ অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন।		

০৯. <u>প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :</u>

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ			
১৩৫৬.২৫	১৩৫৬.২৫	১৩৫১.২৮	নভেম্বর ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৮	নভেম্বর ২০১৬-জুন ২০১৯	নভেম্বর ২০১৬-জুন ২০১৯	-	০৬ মাস (১৮.৭৫%)

১০. প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি:

নাম	পদবী	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ
জনাব মোহাম্মদ নাজিবুর রহমান, এনডিসি	প্রিন্সিপাল (অতিরিক্ত আইজিপি), বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা	নভেম্বর ২০১৬ হতে প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত।	অতিরিক্ত

১১. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:

বাংলাশে পুলিশ একাডেমিতে বছরে গড়ে ৩০০০ প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। আইটি সংশ্লিষ্ট অপরাধ এবং অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে আইটি সম্পর্কিত জ্ঞান অত্যন্ত জরুরি। আইটি সম্পর্কিত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাবে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে অসুবিধা হয়। বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদায় আইটি সেন্টার স্থাপিত হলে প্রশিক্ষণার্থীদের আইটি অপরাধ সম্পর্কে সম্যক ধারণা সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি এ সংক্রান্ত অপরাধ এবং অপরাধীকে সনাক্ত করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে সমাজে অপরাধের পরিমাণ হ্রাস পাবে এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাবে। এ পরিপেক্ষিতে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহী-এর প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বাস্তবমুখী ডিজিটাল ভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

১২. প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

মূল প্রকল্প ১৩৫৬.২৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (ভারত সরকারের অনুদান ১০৮৫.৯৩ লক্ষ টাকা এবং জিওবি অনুদান ২৭০.৩২ লক্ষ টাকা) নভেম্বর ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে আইএমইডি এর সম্মতিক্রমে জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির আদেশ জারি করা হয়। ঠিকাদার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে 'বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ভবন' নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করতে না পারায় এবং এ কারণে আইটি মালামালসমূহ স্থাপনের কাজ পিছিয়ে পড়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্প ০১ বার সংশোধন করা হয়। সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্ধৃত দর ডিপিপি মূল্যের চেয়ে বেশী হওয়ায়, প্রকল্প এলাকা কভারের জন্য অপটিক্যাল ফাইবারের পরিমাণ বেশী লাগায় এবং রাজস্ব খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক ২৭ জুন ২০১৯ তারিখ প্রকল্পের প্রস্তাবিত সংশোধন অনুমোদিত হয়।

১৩. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত : প্রকল্পের অংগওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
	রাজস্ব অংগ				
০১.	বিজ্ঞাপন	২.৫০	থোক	১.৯২	৭৭%
০২.	সম্মানি	৫.০০	থোক	৪.৭৩	৯৫%
০৩.	পরামর্শক সেবা	২৯.৩৯	২৬০ জনমাস	২৯.৩৯	১০০%
০৪.	প্রশিক্ষণ (বৈদেশিক)	৬০.০০	থোক	৫৯.৯৯	১০০%
০৫.	স্টেশনারি	০.৫০	থোক	০.১৮	৩৬%
	মোট রাজস্ব	৯৭.৩৯		৯৬.২১	
	মূলধন অংগ				
০৬.	বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ভবন নির্মাণ	৭৪৯.৯৬	২৬০১.২৮ ব.মি	৭৪৬.১৮	
০৭.	কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন	১৩০.১৫	৩টি	১৩০.১৫	১০০%
০৮.	Centrally Manageable Class room by Visualization Technology স্থাপন	২৫.২৫	১টি	২৫.২৫	১০০%

ক্রমিক	অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
	রাজস্ব অংগ				
০৯.	Academy Management Software and Data Centre স্থাপন	১৬৮.৮৫	১ সিস্টেম	১৬৮.৮৫	১০০%
১০.	Access Control and Security System স্থাপন	৩১.৩৫	১ সিস্টেম	৩১.৩৫	১০০%
১১.	Access Control and Security System (Security Camera) স্থাপন	৫০.৫৮	১ সিস্টেম	৫০.৫৮	১০০%
১২.	Internal Optical Fiber Networkingস্থাপন	৮২.৭১	১ সিস্টেম	৮২.৭০	১০০%
১৩.	ফার্ণিচার	২০.০০		১৯.৯৭	১০০%
	মোট মূলধন	**১২৫৮.৮৬**			
	সর্বমোট	**১৩৫৬.২৬**		**১৩৫১.২৮**	

সূত্র: পিসিআর

১৪. প্রকল্পের প্রকিওরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য: (লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ	প্যাকেজের বর্ণনা	সংশোধিত ডিপিপিতে প্রাক্কলিত মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ ও দরপত্র পদ্ধতি	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তিমূল্য	চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পাদনের তারিখ	বাস্তবে কার্য সম্পন্নের তারিখ	মোট ব্যয়
WD1	অন্যান্য ভবন (বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ভবন নির্মাণ)	৭৪৯.৯৬	১৯.৪.২০১৭ (ওটিএম)	০১.৮.২০১৭	০১.০৮.২০১৭ (৭৪৬.১৮)	৩১.০৭.২০১৮	২৯.৬.২০১৯	৭৪৬.১৮
GD1	৩টি কম্পিউটার ল্যাব	১৩০.১৫	২৩.০৯.২০১৮ (ওটিএম)	১৫.১১.২০১৮	১২.১১.২০১৮ (১৫৫.৪০)	১৪.০১.২০১৯	৩০.৬.২০১৯	১৫৫.৪০
GD2	Centrally Manageable Class room by Visualization Technology	২৫.২৫						
GD3	Academy Management Software and Data Centre	১৬৮.৮৫	২৮.৩.২০১৮ (ওটিএম)	৩০.৬.২০১৮	২৫.৬.২০১৮ (৩৩৩.৪৮)	২৯.৯.২০১৮	৩০.৬.২০১৯	৩৩৩.৪৮
GD4	Access Control and Security System	৩১.৩৫						
GD5	Access Control and Security System (Security Camera)	৫০.৫৮						

প্যাকেজ	প্যাকেজের বর্ণনা	সংশোধিত ডিপিপিতে প্রাক্কলিত মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ ও দরপত্র পদ্ধতি	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তিমূল্য	চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পাদনের তারিখ	বাস্তবে কার্য সম্পন্নের তারিখ	মোট ব্যয়
GD6	Internal Optical Fiber Networking	৮২.৭১						
GD8	ফার্ণিচার ক্রয়	২০.০০	০৬.০৩.২০১৯	২০.৩.২০১৯	২০.৩.২০১৯ (১৯.৯৭)	২৬.৩.২০১৯	২৬.৩.২০১৯	১৯.৯৭

সূত্র : পিসিআর

১৫. <u>প্রকল্প সাইট সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:</u>

১৫.১ ০৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ আইএমইডি কর্তৃক রাজশাহী বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে রাজশাহী গণপূর্ত বিভাগ-১ এর নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী, ইন্সপেক্টর, ইন চার্জ, বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী আইটি সেন্টার, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা ও একাডেমির সংশ্লিষ্ট পারসোনালগন উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

১৫.২ ৪তলা ভিত্তিবিশিষ্ট ৪ তলা "বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ভবন' এবং ভবনে আইসিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এটি প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যুরো অব রিসার্চ এন্ড কনসালটেশন (বিআরিটসি), বুয়েট, ঢাকা এর কারিগরি সেবা/ পরামর্শ সহায়তায় আইটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

- প্রকল্পের আওতায় ট্রেনিংম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার যেমন- একাডেমি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এবং ডেটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীগণ অনলাইনে ক্লাস চলাকালীন সময় কোর্স কনটেন্ট গ্রহণ ও অধ্যয়ন করতে সক্ষম হচ্ছে। লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে সকল বই রাখা হয়েছে এবং অনলাইনে ডিজিটাল ইস্যু ও গ্রহণ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। একাডেমি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা দেখা যায়নি। তবে প্রোগামার, সিস্টেম এনালিষ্ট ও নেটওয়ার্ক ম্যানেজারের স্বল্পতা রয়েছে। হায়ারিং এবং বিদ্যমান জনবলের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে মর্মে জানা যায়।

- অভ্যন্তরীণ ভূগর্ভস্থ অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়াকিং (প্রায় ০৮কিলোমিটার) স্থাপন করে রে সুইচ, এপি, রাউটার, ক্যামেরা ও এক্সেস কন্ট্রোল ডিভাইসের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

- তিনটি কম্পিটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং ১৫০টি কম্পিউটার রয়েছে যেগুলো আইটি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে । Centrally Manageable Classroom/ ভার্চুয়াল ক্লাস রুম করা হয়েছে। ভার্চুয়াল সিস্টেমে এক বা একাধিক শিক্ষক বিভিন্ন লোকেশন হতে একইসাথে ক্লাস নিতে পারছেন। এ সিস্টেমে আঠারো হাজার প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।
- মোক (mock) পুলিশ স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। জেনারেল ডায়েরি, এফআরআর, সিএস, এফআরটি. ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট, সিজার লিস্ট. ওয়ারেন্ট রেজিস্টার, প্রোপারটি রেজিস্টার, কেস ডায়েরি, খতিয়ান রেজিস্ট্রার ইত্যাদি পুলিশ স্টেশন সম্পর্কিত বিষয়ের ওপর প্রাকটিক্যাল ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি রয়েছে। মোক স্টেশনে ১৮০০ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ল্যাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ঘাটতি রয়েছে।

- সিসিটিভি মনিটরিং ও ভিডিও সার্ভিলেন্স সিস্টেম, ডিজিটাইজড সিকিউরিটি সিস্টেম এক্সেস কন্ট্রোল স্থাপন করা হয়েছে। ৬১টি সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে যা হাই স্পীড ইন্টারনেট এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে।

- ২০১৯ সালের জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে ভিয়েতনামে প্রকল্পের আওতায় পুলিশ সদর দপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২৭ জন কর্মকর্তা Information Technology and Cyber Security বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

১৫.৩ অন্যান্য পর্যবেক্ষণ: আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে মূল প্রকল্প মেয়াদের তুলনায় ০৬(ছয়) মাস বেশী সময় ব্যয় হয়। 'বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ভবন' নির্মাণ কজে ঠিকাদার বিলম্ব করায় অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। এছাড়া বাস্তব প্রয়োজনে প্রকল্পের একবার সংশোধন করা হয়। তবে এতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি।



বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ভবন ও আইটি সেন্টার



কম্পিউটার ল্যাবে ভার্চুয়াল ক্লাস



মোক (Mock) পুলিশ স্টেশন



সিকিউরিটি মনিটরিং স্টেশন

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন	প্রকৃত অর্জন
বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে আইটি স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি।	বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে আইটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন আইট সফটওয়্যার দেয়া হয়েছে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ৪০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর একসঙ্গে আইটি বিষয়ক ও Mock Crime Scene বিষয়ক ক্লাস/ ভার্চুয়াল ক্লাস পরিচালনা সম্ভব হয়েছে।
একই ভবনে আইটি সেন্টার, ক্রাইম সিন, মক পুলিশ স্টেশন এবং ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে বাস্তবমুখী ডিজিটাল ভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	একই ভবনে মোক পুলিশ স্টেশন, ভিজুয়্যাল ক্লাস রুম, ডাটা সেন্টার, ফরেনসিক ল্যাব ও মোক ক্রাইম সীন নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে বাস্তবমুখী ডিজিটাল ভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভ হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন	প্রকৃত অর্জন
আধুনিক আইটি সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধাদি, ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার এবং আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা।	একাডেমি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার,স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ যেমন নোটিশ বোর্ড ম্যানেজমেন্ট, স্টাফ ম্যানেজমেন্ট, ক্যালেন্ডার ম্যানেজমেন্ট, লীভ ম্যানেজমেন্ট কাজসমূহ দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

৭.০ আইএমডি এর সুপারিশ/মতামতঃ

১৭.১ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে আইটি সেন্টার ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, ম্যানেজমেন্ট/প্রফেশনাল সফটওয়্যার ও ভার্চুয়াল ক্লাসের সুবিধাদি সৃষ্টি এবং মোক পুলিশ স্টেশন, ফরেনসিক ল্যাব, মোক ক্রাইম সীন ও উন্নত সিকিউরিটি সিস্টেম স্থাপন করার ফলে একাডেমির প্রশিক্ষণ সক্ষমতা তথা প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে আশা করা যায়। একাডেমির প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুবিধাদি সঠিকভাবে পরিচালনা তথা দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইটি বিষয়ক এক্সপার্ট, প্রোগামার, সিস্টেম এনালিষ্ট ও নেটওয়ার্ক ম্যানেজার নিয়োগ দেয়া আবশ্যক;

১৭.২ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদির রক্ষণাবেক্ষণ এবং আইটি বিষয়ক হালনাগাদ সফটওয়্যার, উপকরণ ও যন্ত্রপাতির জন্য রাজস্ব বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান রাখতে হবে; এবং

১৭.৩ প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের সিভিল অডিট সম্পাদন করে আইএমইডিতে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

এসবি/সিআইডি ভবনের ৭ম থেকে ১৩তম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: **জুন ২০১৯**)

১.	প্রকল্পের নাম	:	এসবি/সিআইডি ভবনের ৭ম থেকে ১৩তম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পুলিশ
৪.	প্রকল্পের ধরন	:	বিনিয়োগ
৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	জিওবি

৬। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকালঃ

(লক্ষ টাকায়)

ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সংশোধিত						
মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য	মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য		মূল	সংশোধিত			
৬৩০০.৬৬ ৬৩০০.৬৬ -	৬৩০০.৬৬ ৬৩০০.৬৬ -	৫৮৩৪.১১	জুলাই, ২০১৫ থেকে জুন, ২০১৭	জুলাই, ২০১৫ থেকে জুন, ২০১৭	জুলাই, ২০১৫ থেকে জুন, ২০১৯	-	১০০%

৭। **প্রকল্প এলাকাঃ**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটিকর্পোরেশন
ঢাকা	ঢাকা	মালিবাগ

৮। **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

৬৩০০.৬৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০১/১২/২০১৫ তারিখের একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের দুইবার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৯। **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ**

এসবি ও সিআইডি বাংলাদেশ পুলিশের দুটি গুরত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ঢাকার মালিবাগে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়। প্রতিষ্ঠান দুটির জনবল এবং কাজের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় স্পেসের অভাবে কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছিল। রাজস্ব বাজেটের আওতায় এসবি/সিআইডি ভবনের ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ৭ম হতে ১৩তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ করা হয়।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- এসবি ও সিআইডি'র কার্যক্রম দক্ষভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অফিস স্পেস এর ব্যবস্থা;
- এসবি ও সিআইডিকে যথাযথ ও দক্ষভাবে কার্যক্রম সম্পাদনে সক্ষম করার মাধ্যমে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন;এবং
- দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের মাধ্যমে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারকে সহায়তা করা;

১১। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

প্রকল্পের আওতায় অফিস ভবন নির্মাণ, আর্কাইভের জন্য সরঞ্জাম, সাবস্টেশন, ২৫০ কেভিএ জেনারেটর, ৬টি লিফট, এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম, সিসিটিভি সিস্টেম, ফায়ার ডিটেকশন ও প্রটেকশন সিস্টেম,পিএবিএক্স সিস্টেম ইত্যাদি ক্রয়।

১২। **<u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য</u>** :

প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্বের প্রকৃতি	মেয়াদকাল
জনাব শোয়েব রিয়াজ আলম	খন্ডকালিন	২৪/০২/২০১৬ হতে -৩০/০৬/২০১৯

১৩। **প্রকল্পের অংগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:**

অংগের নাম	ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
(ক) রাজস্ব খাত				
ডিপিপি মুদ্রণ ও বাঁধাই এবং অবকাঠামো ও স্থাপত্য নকশা	২.২০	থোক	২.০০	১০০%
স্টেশনারি	২.০০	থোক	২.০০	১০০%
বিজ্ঞাপন	৯.০০	থোক	৬.৭২	৭৪.৬৬%
সম্মানী	৮.৭৬	থোক	৬.৩৩	৭২.২৬%
উপ-মোট রাজস্ব	**২১.৯৬**		**১৭.০৫**	
(খ) মূলধন খাত				
অফিস ভবন নির্মাণ	৪৮২৭.১৩	২০২০০.১১ বর্গ মি.	৪৭৬৯.০৭	২০২০০.১১ বর্গ মি.
অন্যান্য অবকাঠামো				
৫০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন (ট্রান্সফরমার, স্যুইচগিয়ার, এইচটি/এলটি ক্যাবল, ডিপিডিসি চার্জসহ ইত্যাদি)	৬০	থোক	৫১.২১	১টি
২৫০ কেভিএ জেনারেটর	৩৩০	থোক	৮৩.১১	২টি
ফায়ার ডিটেকশন (এলার্ম সিস্টেম) ও প্রটেকশন সিস্টেম	১৫০.০০	থোক	২৯৫.০৭	থোক
১৬০০ কেজি ১৪ স্টপেজ প্যাসেঞ্জার লিফট	৩০.০০	২টি	২৭.৭৯	২টি
১৬০০ কেজি ১৪ স্টপেজ প্যাসেঞ্জার লিফট ও১৬০০ কেজি ১৫ স্টপেজ প্যাসেঞ্জার লিফট	২৪৬.০০	৪টি	২০৫.৭৭	৪টি
পাম্প মোটর সেট, লাইটিং প্রটেকশন সিস্টেম, কম্পাউন্ড সিকিউরিটি লাইট, কনফারেন্স সিস্টেম, সিসিটিভি সিস্টেম, পিএ সিস্টেম ও পিএবিএক্স সিস্টেম	২২০.০০	-	১৬০.৭১	-
অফিস সরঞ্জাম	২.২৫	থোক	২.২৫	১টি ফটোকপিয়ার ও কম্পিউটার সেট
উপ-মোট মূলধন	**৬০৯৫.১৮**		**৫৮৩৪.১১**	
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	১২২.৩৪		-	
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি	৬১.১৭		-	
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)	**৬৩০০.৬৬**		**৫৮৩৪.১১**	

১৪। **এডিপি/আরএডিপিতে আর্থিক সংস্থান, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অর্থ ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)**

অর্থবছর	মূল ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	অর্থ ব্যয়
২০১৪-২০১৫	৫.০০	-	-	-
২০১৫-২০১৬	২৫০০.৫০	-	-	-
২০১৬-২০১৭	৩৭৯৫.১৬	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
২০১৭-২০১৮	-	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯৬.৯১
২০১৮-২০১৯	-	২৯০০.০০	২৯০০.০০	২৬৩৭.২০
সর্বমোট	৬৩০০.৬৬	৬১০০.০০	৬১০০.০০	৫৮৩৪.১১

১৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ**

প্রকল্পটি ঢাকার মালিবাগে অবস্থিত এসবি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) ও সিআইডি অফিসে বাস্তবায়িত হয়েছে। ২৬/০৯/২০২১ তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রকল্প সাইট সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী (পূর্ত) এবং নির্বাহী প্রকৌশলী (ইএম), সিআইডি ও এসবি'র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে পর্যবেক্ষনসমূহ নিম্নরুপঃ

১৫.১ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান সিআইডি ও এসবি অফিসের ৭ম হতে ১৩ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়। ৭ম তলা হতে ১৩ তলা পর্যন্ত দুটি টাওয়ার ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় লিফট, আর্কাইভ যন্ত্রপাতি, ফায়ার প্রুফ আলমিরা, এসি, জেনারেটর, সাবস্টেশন স্থাপন, পিএবিএক্স সিস্টেম, ফায়ার ডিটেকটর, ফায়ার প্রটেকশন (হাইড্রেন্ট সিস্টেম), সিসিটিভি স্থাপন ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে। দৈবচয়নের ভিত্তিতে এসবি ও সিআইডি ভবনের কয়েকটি ফ্লোর পরিদর্শন করা হয়। জুলাই ২০১৯ হতে ভবন দুটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৫.২ এসবি টাওয়ারের ১টি ১৬০০ কেজি ২৪ পেসেঞ্জার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন লিফট পরিদর্শন ও ব্যবহার করা হয়। লিফটটি সচল আছে। তেরো তলায় আর্কাইভ রুমে ফিউমিগেশন চেম্বার রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ফায়ার প্রুফ মেটাল আলমিরা, সিসি ক্যামেরা, ফায়ার ডিটেকটর, ফায়ার প্রটেকশন (হাইড্রেন্ট সিস্টেম), এসি, মালটিপারপাজ রুমে পিএবিএক্স সিস্টেম, কনফারেন্স রুমে কনফারেন্স সিস্টেম পরিদর্শন করা হয়। এগুলো সচল আছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৫.৩ সিআইডি টাওয়ারের তেরো তলায় আর্কাইভ রুমে ফিউমিগেশন চেম্বার রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ফায়ার প্রুফ মেটাল আলমিরা, সিসি ক্যামেরা, ফায়ার ডিটেকটর, ফায়ার প্রটেকশন (হাইড্রেন্ট সিস্টেম), এসি, মালটিপারপাজ রুমে পিএবিএক্স সিস্টেম, কনফারেন্স রুমে কনফারেন্স সিস্টেম পরিদর্শন করা হয়। এগুলো সচল আছে। ১৩ তলার দেয়ালে ও ১৩ তলা হতে নামার সময় সিঁড়ির দেয়ালে ড্যাম্প পরিলক্ষিত হয়। বেজমেন্টে দুটি ২৫০ কেভিএ জেনারেটর ও ৫০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার স্থাপন করা হয়েছে।

১৫.৪ টাওয়ার দুটির বিভিন্ন ফ্লোরে টাইলসে ছিদ্র পরিলক্ষিত হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান প্রকল্পটি জুন ২০১৯ এ হস্তান্তরের পর হতে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভিন্ন সময় কাজের প্রয়োজনে ওয়ার্কস্টেশন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ওয়ার্কস্টেশনগুলো প্রয়োজনানুযায়ী সরিয়ে নেয়া হয়। এ কারণে টাইলসে এ ছিদ্রগুলো রয়ে গেছে।

১৫.৫ সিআইডি ভবনে কর্মচারীদের কমন টয়লেট পরিদর্শন করা হয়। মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা টয়লেট রয়েছে। তবে টয়লেটে মহিলা ও পুরুষ লেবেল লাগানো হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে প্রকল্পের নির্মাণ কাজের মান ভালো মনে হয়েছে।

১৫.৬ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ব্যয় হয়েছে ৫৮৩৪.১১ লক্ষ টাকা । অবশিষ্ট (৬৩০০.৬৬-৫৮৩৪.১১) ৪৬৬.৫৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ২০০.৬৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়নি এবং ২৬৫.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়নি। অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

১৬। **প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ** প্রকল্পের সিভিল কাজের ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজের ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে। কোন আপত্তি নেই।

১৭.০ <u>আইএমইডি'র মতামতঃ</u>

১৭.১ সিআইডি টাওয়ারের ১৩তম তলার দেয়ালে ও উক্ত তলা হতে নামার সময় সিঁড়ির দেয়ালে পরিলক্ষিত ড্যাম্প মেরামতের বিষয়ে পুলিশ অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৫.৩);

১৭.২ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ইক্যুইপমেন্টস টেবিল অব অর্গানোগ্রাম এ্যান্ড ইক্যুইপমেন্টসভুক্ত (টিওএন্ডই) করার বিষয়ে পুলিশ অধিদপ্তর এবং জননিরাপত্তা বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.৩ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ইক্যুইপমেন্টের গায়ে প্রকল্পের নাম বা সূত্র লিখে চিহ্নিত করার বিষয়ে পুলিশ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং

১৭.৪ সিআইডি ভবনের মহিলা ও পুরুষদের কমন টয়লেটে মহিলা/পুরুষ লেবেল লাগাতে হবে;

১৮.০ অনুচ্ছেদ ১৭.১ হতে ১৭.৪ এ উল্লিখিত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা প্রতিবেদন জারির ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

পিবিআই এর কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি ক্রয় শীর্ষক

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৯)

৬.	প্রকল্পের নাম	:	পিবিআই এর কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি ক্রয়
৭.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ
৮.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পুলিশ
৯.	প্রকল্পের ধরন	:	বিনিয়োগ
১০.	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	জিওবি

৬। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকালঃ

(লক্ষ টাকায়)

ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সংশোধিত						
মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য	মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য		মূল	সংশোধিত			
১২৭৩৯.৮৭ ১২৭৩৯.৮৭ -	১৩১৯৫.০০ ১৩১৯৫.০০ -	১১৭৪৪.২	জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৯	জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৯	জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৯	সংশোধিত ব্যয় ৩.৫৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃত ব্যয় মূল অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।	সময় বৃদ্ধি করা হয়নি

৭। **প্রকল্প এলাকাঃ**

৬৪টি জেলা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটনের ৭টি পিবিআই ইউনিটসহ মোট ৭১টি সাইট।

৮। **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

১২৭৩৯.৮৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ৩০/০৮/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্পের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ১ম সংশোধন প্রস্তাব ১৩১৯৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ৩১/০১/২০১৮ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়।

৯। **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ**

পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) বাংলাদেশ পুলিশের একটি নব গঠিত তদন্ত সংস্থা। অপরাধের তদন্ত করা পুলিশের প্রাথমিক দায়িত্ব। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে আমাদের দেশে অপরাধের ধরণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বর্তমানে অপরাধীরা তাদের কৌশল পরিবর্তন করছে এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি, আধুনিক অস্ত্র এবং বিস্ফোরক দ্বারা অপরাধ সংঘটিত করছে।

এ প্রেক্ষাপটে, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) এর অফিসারদের সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সংস্থাটির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এর সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এর সদস্যদের সুদক্ষ ও সুপ্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও কর্মচারি হিসেবে গড়ে তুলে তদন্ত ব্যবস্থাকে আধুনিক অবয়ব প্রদান করা;
- পিবিআই এর জন্য একটি সুপরিকল্পিত পরীক্ষাগার তৈরি করা; এবং
- তদন্তকাজে সহায়ক অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা।

১১। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

প্রকল্পের আওতায় তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি, যানবাহন, আসবাবপত্র, কম্পিউটার সরঞ্জামাদি, ল্যাবরেটরি ইক্যুইপমেন্ট ক্রয় এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য** :

প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্বের প্রকৃতি	মেয়াদকাল
মিয়া মাসুদ করিম, এসপি, পিবিআই হেডকোয়ার্টার, ধানমন্ডি, ঢাকা	পূর্ণকালীন	০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৯

১৩। **প্রকল্পের অংগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:**

অংগের নাম	আরডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(ক) রাজস্ব খাত				
ডিপিপি মুদ্রণ ও বাঁধাই এবং টেন্ডার ডকুমেন্ট ইত্যাদি	২.০০	থোক	১.৯৬	
স্টেশনারী ক্রয়	১.০০	থোক	০.৯৮	
বিজ্ঞাপন	১৪.০০	থোক	১৩.৬৩	
প্রশিক্ষণ	১০০৮	থোক	৯৭৭.১৫	
সম্মানী	১০.০০	থোক	৯.৫৭	
নিবন্ধন	৮২.৩০	থোক	৪৪.৫৭	
পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	২৫.৭০	থোক	২২.৪৯	
হায়ারিং চার্জ	৬২.০০	থোক	৩৫.৭১	
খুচরা যন্ত্রাংশ	৯৫.০০	থোক	৯৪.৪৯	
উপ-মোট রাজস্ব	১৩০০.০০		১২০১.০৫	
(খ) মূলধন খাত				
ট্রান্সপোর্ট ও ভেহিকেল	৫২২৮.০০	২০০	৪৭৩৯.৮৩	২০০
ক্যামেরা ও এক্সেসরিজ	১৩.৮০	১৫	১০.৭	১৫
কম্পিউটার ও অন্যান্য এক্সেসরিজ	৫৪৯.৫০	৩৮০	৪৯১.০৯	৩৮০
সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইক্যুইপমেন্ট	২৫০৭.২৫	৫০১	২৪৩৩.৭৬	৫০১
সাইবার এইডেড ইক্যুইপমেন্ট	২৮৮৯.৪৫	থোক	২৪০৮.৬০	
টিচিং ও লার্নিং ইক্যুইপমেন্ট	২১.০০	৩১	১৫.৩৫	৩১
ফার্নিচার	১৮০.০০	২৬	১৭৯.৮৯	২৬টি ইউনিট
ল্যাবরেটরি ইক্যুইপমেন্ট	৩৪০.০০	থোক	২৬৪.০০	
উপ-মোট মূলধন	১১৭২৯.০০		১০৫৪৩.২৫	
গ. সিডি ভ্যাট	১০০.০০		-	
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি	৬৬		-	
সর্বমোট (রাজস্ব খাত+মূলধন খাত)	১৩১৯৫.০০		১১৭৪৪.২	

১৪। **সংশোধিত এডিপি আর্থিক সংস্থান, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অর্থ ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)**

অর্থবছর	মূল ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	অর্থ ব্যয়
২০১৬-১৭	২৯৪৪.৭৮	৩৭৩৮.৯৭	৩৭৪০.০০	৩৭৪০.০০	৩৭৩৯.০০
২০১৭-১৮	৪৬৯৭.৩১	৪৫৫০.৩৫	৪৬১৯.৫০	৪৬১৯.০০	৪৬০৫.২০
২০১৮-১৯	৪০৩৭.৬৯	৪৯০৫.৬৮	৩৫৭১.০০	৩৫৭১.০০	৩৪০০.০০
সর্বমোট		১৩১৯৫.০০	১১৯৩০.৫০	১১৯৩০.০০	১১৭৪৪.২০

১৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ**

প্রকল্পটি পিবিআই এর ৭১টি ইউনিটে বাস্তবায়িত হয়েছে। দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৮টি প্রকল্প সাইট নির্বাচন করা হয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ১৫/০১/২০২০ তারিখে পিবিআই হেডকোয়ার্টার, ঢাকা; ২১/০১/২০২০ তারিখে পিবিআই অফিস, আগারগাঁও; ০৬/০২/২০২০ তারিখে পিবিআই অফিস, ঢাকা মেট্রো (দক্ষিণ), বনশ্রী, ঢাকা; ২৩/০২/২০২০ তারিখে পিবিআই অফিস মুন্সিগঞ্জ; ০১/০৩/২০২০ তারিখে পিবিআই অফিস, টাংগাইল সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সরেজমিন পরিদর্শন বন্ধ রাখা হয়। পরবর্তীতে ২৯/১০/২০২০ তারিখে পিবিআই অফিস, মানিকগঞ্জ; ১৩/১২/২০২০ তারিখে পিবিআই অফিস, কুমিল্লা; ২৫/০২/২০২১ তারিখে পিবিআই অফিস,পাবনা এবং ২৫/০৩/২০২১ তারিখে পুনরায় পিবিআই হেডকোয়ার্টার, ধানমন্ডি, ঢাকা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়।

পিবিআই হেডকোয়ার্টার, ধানমন্ডি, ঢাকাঃ

গত ১৫/০১/২০২০ তারিখ এবং ২৫/০৩/২০২১ তারিখে পিবিআই হেডকোয়ার্টার, ধানমন্ডি এর আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন ও সরঞ্জামাদি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ২টি ক্রাইম সিন ভ্যান, ১টি SUV, ১টি মোটর সাইকেল, ১টি জীপ, ফটোকপিয়ার, ডিজিটাল সেন্ডার, মনিটর, প্রিন্টার দেখা যায়। গাড়ী ও ইক্যুইপমেন্ট সচল আছে। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রশিক্ষণ, স্টক রেজিস্টার, ক্রয়কৃত যানবাহন টিএন্ডই-এ অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম, অডিট সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রকল্পের ৫৬৯ জনকে দেশে এবং ১৫৭ জন বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন টিওএন্ডই ভুক্ত করার জন্য পিবিআই হেডকোয়ার্টার কর্তৃক ২৩/০৩/২০১৭ তারিখে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

পিবিআই, আগারগাঁও, ঢাকাঃ

গত ২১/০১/২০২০ তারিখে পিবিআই, আগারগাঁও অফিস সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত যানবাহন, তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি, তদন্ত সহায়ক সফটওয়্যার ও আসবাবপত্র সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ১টি ইন্টারোগেশন রুম, এয়ার কুলার, ডিজিটাল সেন্ডার, পিসি, ল্যাপটপ, তদন্ত সহায়ক সফটওয়ার যেমন ফোন রিকভারি স্টিক, ডাটা রিকভারি স্টিক, মেমরি কার্ড রিডার, ফরেনসিক সিডি/ ডিভিডি, ফিংগার প্রিন্ট মেশিন ও হার্ডওয়্যার দেখতে পাওয়া যায়। আসবাবপত্র, তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতির ওপর প্রকল্পের নামে কাগজের স্টিকার লাগানো হয়েছে। গ্যারেজে ৫টি সাইকেল স্তূপাকারে দেখা গেছে। সাইকেলগুলো ব্যবহার হয়না ।

পিবিআই ঢাকা মেট্রো (দক্ষিণ), বনশ্রী, ঢাকাঃ

গত ০৬/০২/২০২০ তারিখে ঢাকা মেট্রো (দক্ষিণ) এর পিবিআই অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। ১টি ইনভেস্টিগেশন রুম, ল্যাপটপ, পিসি, ফটোকপিয়ার, ডিজিটাল সেন্ডার, প্রিন্টার, আলমিরা, স্টিলের কেবিনেট, ভিজিটর চেয়ার, ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ৩টি মোটরসাইকেল পরিদর্শন করা হয়। আসবাবপত্র, তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতির ওপর প্রকল্পের নামে কাগজের স্টিকার লাগানো হয়েছে। উল্লিখিত যানবাহন, তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি চলমান আছে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের জন্য আলাদা স্টক রেজিস্টার নেই । ফলে উক্ত যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সংগৃহীত কীনা সে সংক্রান্ত কোন দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পিবিআই, মুন্সিগঞ্জঃ

গত ২৩/০২/২০২০ তারিখে মুন্সিগঞ্জের পিবিআই অফিস পরিদর্শন করা হয়। ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ, মোটর সাইকেল, ৪টি সাইকেল, তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি, ল্যাপটপ, পিসি, ফটোকপিয়ার, ডিজিটাল সেন্ডার, প্রিন্টার, এঙ্গোল র‍্যাক,

এক্সিকিউটিভ টেবিল, আলমিরা, স্টিলের কেবিনেট, ভিজিটর চেয়ার দেখা যায়। আসবাবপত্র, তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতির ওপর প্রকল্পের নামে কাগজের স্টিকার লাগানো হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের জন্য আলাদা স্টক রেজিস্টার নেই।

পিবিআই, টাংগাইলঃ

গত ০১/০৩/২০২০ তারিখে টাংগাইলের পিবিআই অফিস সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। এক্সিকিউটিভ টেবিল, কম্পিউটার টেবিল, এক্সিকিউটিভ চেয়ার, কম্পিউটার চেয়ার, হাতাওয়ালা ভিজিটর চেয়ার, প্লাস্টিক চেয়ার, এ্যাংগেল র‍্যাক, ফাইল কেবিনেট, বাইসাইকেল, ডিজিটাল সেন্ডার, ফটোকপিয়ার, লিগ্যাল স্ক্যানার, ডেস্কটপ কম্পিউটার, ২টি পিকআপ, ০৩টি মোটর সাইকেল, বাইসাইকেল দেখতে পাওয়া যায়। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের জন্য আলাদা স্টক রেজিস্টার নেই । উক্ত যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সংগৃহীত কীনা সে সংক্রান্ত কোন দালিলিক পাওয়া যায়নি। ০২টি পিকআপ দেখা গেছে তবে কোনটি প্রকল্পের আওতায় সরবরাহ করা হয়েছে, সে সংক্রান্ত কোন দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পিবিআই, মানিকগঞ্জঃ

গত ২৯/১০/২০২০ তারিখে মানিকগঞ্জের পিবিআই অফিস সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। এক্সিকিউটিভ টেবিল, কম্পিউটার টেবিল, এক্সিকিউটিভ চেয়ার, কম্পিউটার চেয়ার, হাতাওয়ালা ভিজিটর চেয়ার, প্লাস্টিক চেয়ার, এ্যাংগেল র‍্যাক, ফাইল কেবিনেট, ডিজিটাল সেন্ডার, ফটোকপিয়ার, লিগ্যাল স্ক্যানার, ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১টি পিকআপ, ২টি মোটর সাইকেল, বাইসাইকেল দেখা যায়। বাইসাইকেল গুলো বারান্দায় স্তূপাকারে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এগুলো ব্যবহার করা হয়না। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের জন্য আলাদা স্টক রেজিস্টার নেই । উক্ত যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সংগৃহীত কীনা সে সংক্রান্ত কোন দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পিবিআই, কুমিল্লাঃ

গত ১৩/১২/২০২০ তারিখে কুমিল্লার পিবিআই অফিস পরিদর্শন করা হয়। ২টি পিকআপ দেখতে পাওয়া যায়। প্রকল্প দপ্তর হতে ১টি ডাবল কেবিন পিক আপ সরবরাহের তথ্য পাওয়া যায়। কোন পিকআপটি প্রকল্পের আওতায় ক্রয় করা হয়েছে সে সংক্রান্ত কোন দলিলাদি পাওয়া যায়নি। আসবাবপত্র, মোটর সাইকেল, সাইকেল, গাড়ী ইত্যাদির চালানের কপিতে প্রকল্পের কোন সূত্র দেয়া নেই। দপ্তরের সংশ্লিষ্ট জন প্রকল্প দপ্তরের কোন অগ্রায়ণ পত্র দেখাতে সক্ষম হননি। নীচতলায় একটি কাগজের বক্সে ডিজিটাল সেন্ডারটি রাখা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটি ব্যবহার হয়না বলে মনে হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট পিবিআই এর সদস্য জানান এটি ব্যবহার করা হয়। নীচতলায় ইন্টারভিউ রুমের দেয়ালে ড্যাম্প পরিলক্ষিত হয়েছে। রুমটিতে ভ্যাপসা গন্ধে অবস্থান করা কষ্ট হচ্ছিল। বাইসাইকেল গুলো গ্যারেজে একটি স্থানে স্তূপাকারে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এগুলো ব্যবহার করা হয়না। ২টি মোটরসাইকেল পরিদর্শন করা হয়। যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

পিবিআই, পাবনাঃ

২৫/০২/২০২১ তারিখে পাবনার পিবিআই অফিস সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ২টি মোটর সাইকেল, ৫টি বাইসাইকেল, ১টি ডিজিটাল সেন্ডার, ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, র‍্যাক, স্টিল আলমিরা, ফাইল কেবিনেট, ভিজিটর চেয়ার, কম্পিউটার চেয়ার, ফরেনসিক লাইট, এভিডেন্স ভিউয়ার ইত্যাদি দেখা যায়। ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ ও ২টি মোটর সাইকেল দেখা যায়। বাইসাইকেলগুলো ব্যবহার করা হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন, আসবাবপত্র ও ইক্যুইপমেন্ট স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অর্থবছর ভিত্তিক যানবাহন, আসবাবপত্র ও ইক্যুইপমেন্ট এর তালিকা আছে, যেখানে প্রকল্প আওতায় কোন কোন আইটেম সংগ্রহ করা হয়েছে তা উল্লেখ নেই। আসবাবপত্র, তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতির ওপর প্রকল্পের নামে কাগজের স্টিকার লাগানো হয়েছে। যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

১৬। **প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন হয়নি। ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের পিবিআই এর যাবতীয় আর্থিক কার্যাবলীর সিভিল অডিট টিম কর্তৃক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য স্মারক নং-পিবিআই/হিসাব/১৭-২০১৫/৬০৭২ তারিখ ০৪/১০/২০২০ খ্রিঃ মোতাবেক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে সিভিল অডিট টিম একাধিক বার সময় দিয়েও পরবর্তীতে আসতে অপারগতা প্রকাশ করেন বিধায় পিবিআই এর "পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)-এর কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি ক্রয়" শীর্ষক প্রকল্পের সিভিল অডিট অদ্যাবধি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ৪/১০/২০২০ তারিখে পিবিআই হেডকোয়ার্টার হতে অডিট অধিদপ্তরে তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়।

১৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এর সক্ষমতা বৃদ্ধি।	পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এর সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এর সদস্যদের সুদক্ষ ও সুপ্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও কর্মচারি হিসেবে গড়ে তুলে তদন্ত ব্যবস্থাকে আধুনিক অবয়ব প্রদান করা।	তদন্ত ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
পিবিআই এর জন্য একটি সুপরিকল্পিত পরীক্ষাগার তৈরি করা;	পরীক্ষাগার তৈরি করা হয়েছে।
তদন্তকাজে সহায়ক অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা।	তদন্ত কাজে সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা করা হয়েছে।

১৮। **সার্বিক পর্যালোচনাঃ**

- প্রকল্প অফিস হতে বিভিন্ন সময়ে যানবাহন আসবাবপত্র, তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি বিভিন্ন জেলায় প্রেরণকালে অগ্রায়ন পত্রে গাড়ির চেসিস নম্বর ও ইঞ্জিন নম্বর উল্লেখ করা হলেও সরেজমিন পরিদর্শনকালে এ সকল ডকুমেন্ট জেলা অফিসগুলোতে খুজে পাওয়া যায়নি।
- প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত যানবাহন, আসবাবপত্র, ইক্যুইপমেন্ট এবং তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতির জন্য কোন স্টক রেজিস্টার নেই।
- প্রকল্পের আওতায় কৃয়কৃত গাড়ী, আসবাবপত্র, কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদির গায়ে প্রকল্পের কোন সূত্র নেই।
- প্রকল্পের কৃয়কৃত গাড়ী, আসবাবপত্র, কম্পিউটার, প্রিন্টার টেবিল অব অর্গানোগ্রাম এ্যান্ড ইক্যুইপমেন্ট এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পিবিআই হেডকোয়ার্টার কর্তৃক ২৩/০৩/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন টিওএন্ডই ভুক্তকরণের জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টারে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১৯.০ পরিদর্শনকালে গৃহীত কিছু স্থির চিত্র:



টাংগাইলঃ ইন্টারভিউ কক্ষের দেয়ালে ড্যাম্প



অব্যবহৃত সাইকেল

২০.০ <u>আইএমইডি'র মতামতঃ</u>

২০.১ প্রকল্পের আওতায় পিবিআই এর সকল ইউনিটে সরবরাহকৃত যানবাহন, আসবাবপত্র, ইক্যুইপমেন্ট এবং তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে স্টক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) হেডকোয়ার্টার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

২০.২ যানবাহন, আসবাবপত্র, ইক্যুইপমেন্ট এবং তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির গায়ে প্রকল্পের সূত্র সহজে মোচনযোগ্য নয় এরুপ কালিতে লিখে রাখতে হবে;

২০.৩ প্রকল্পের সকল অর্থবছরের এক্সটারনাল অডিট (মহা হিসাব নিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক) সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে;

২০.৪ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন, আসবাবপত্র, তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং ইক্যুইপমেন্ট টেবিল অব অর্গানোগ্রাম এ্যান্ড ইক্যুইপমেন্ট এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) হেডকোয়ার্টার, পুলিশ অধিদপ্তর এবং জননিরাপত্তা বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আইএমইডিকে অবহিত করবে; এবং

২০.৫ প্রকল্পের আওতায় টাংগাইলে নির্মিত ইন্টারভিউ কক্ষের ড্যাম্প মেরামতের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০.৬ অনুচ্ছেদ ২০.১ হতে ২০.৫ এ উল্লিখিত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা প্রতিবেদন জারির ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

বিজিবি সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকায় অফিসার/অন্যান্য পদধারী এবং কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত জুন, ২০১৯)

০১.	প্রকল্পের নাম	বিজিবি সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকায় অফিসার/অন্যান্য পদধারী এবং কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)
০২.	উদ্যোগী বিভাগ/মন্ত্রণালয়	জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
০৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)
০৪.	প্রকল্পের ধরণ	বিনিয়োগ
০৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন	বাংলাদেশ সরকার

০৬. প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:

(লক্ষ টাকায়)

ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সংশোধিত					
২৭১১৯.১১	২৬৭২৩.৭১	২৬৬৯৮.০১	০১ জুলাই ২০১৬-৩০ জুন ২০১৯	০১ জুলাই ২০১৬-৩০ জুন ২০১৯	*(২১৩২.৭৮) (-১২.৪০%)	০

*মূল প্রকল্প ব্যয়ের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় ১২.৪০ % কম হয়েছে।

০৭. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	মেট্রোপলিটান থানা
ঢাকা	ঢাকা	লালবাগ

০৮. প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

মুল প্রকল্প ২৭১১৯.১১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং ০১ জুলাই ২০১৬- ৩০ জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের একবার সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ২৬৭২৩.৭১ লক্ষ টাকা। অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ ১৭ জুন ২০১৯ তারিখে জারি করা হয়। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র, ফায়ার ফাইটিং, যন্ত্রপাতি এবং পূর্ত কাজের মূল্য বৃদ্ধি, ডিজাইন জনিত কারণে কিছু কিছু খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, কাজের চুক্তি মূল্য ডিপিপি মূল্য অপেক্ষা কম হওয়ায় ব্যয় হ্রাস পায়। সার্বিকভাবে প্রকল্প ব্যয় হ্রাস পায়। ফলে প্রকল্পের সংশোধন করা হয়।

০৯. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:

বিজিবি'র বিদ্যমান আবাসন নীতিতে বিজিবি'র সকল বিবাহিত অফিসার, বিজিবি'র অন্যান্য পদধারী এবং কর্মচারিদের বাসস্থান প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় বাসস্থান স্বল্পতার দরুন অফিসার, অন্যান্য পদধারী ও কর্মচারিরা তাদের নিজ নিজ পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় বসবাস করতে হয় যা ছিল অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ এবং কখন কখন আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে। বর্ণিত আবাসন সংকটের দরুন বিজিবি'র সদস্যরা তাদের পরিবারের জন্য বিজিবি কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা থেকে বন্চিত হতো। এ প্রেক্ষাপটে অফিসার, অন্যান্য পদধারী এবং কর্মচারিদের আবাসন সমস্যা লাঘবের উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

১০. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সদস্যদের অপারেশন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বিজিবি সদস্যদের নিরাপদ ও সুরক্ষিত অবস্থান নিশ্চিত করা;
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে কর্মরত অফিসার, অন্যান্য পদধারী এবং কর্মচারিদের উন্নত সেবা প্রদান;
- বিজিবি সদস্যদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা; এবং
- ভবিষ্যতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সক্ষমতা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি করা।

১১. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

- ০১টি ১২ তলা বিশিষ্ট অফিসার্স কোয়ার্টার নির্মাণ ;
- বিদ্যমান ০৫ তলা বিশিষ্ট ০১টি অফিসার্স কোয়ার্টার ১২ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী বর্ধিতকরণ;
- ০৩টি ১৫ তলা বিশিষ্ট অন্যান্য পদবীর কোয়ার্টার নির্মাণ;
- ০১টি ১৫ তলা বিশিষ্ট কর্মচারিদের কোয়ার্টার নির্মাণ;
- ভবন সমূহের জন্য লিফট, সোলার প্যানেল, ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম, গভীর নলকূপ, সাব-স্টেশন, জেনারেটর ও সুইচিং স্টেশন স্থাপন;এবং
- আসবাবপত্র ক্রয়।

১২. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্বের প্রকৃতি	মেয়াদকাল
কর্ণেল মো: তানভীর আলম খান	খন্ডকালীন	১৬-০৪-২০১৭- ২৯-৯-২০১৭
কর্ণেল আহমেদ জামিউল ইসলাম	খন্ডকালীন	২৯-৯-২০১৮- ৩০-০৯-২০১৯
কর্ণেল মো: মেহফুজার রহমান	খন্ডকালীন	০১-১০-২০১৯- ৩০.৯.২০১৯

১৩. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	রাজস্ব অংগ				
০১.	ষ্টেশনারী সরবরাহ	লট	১৫.০০	১০০%	১৫.০০
০২.	আপ্যায়ন	লট	৮.০০	১০০%	৮.০০
০৩	ডিজাইন ও সুপারভিশন কনসালটেন্সি	৩১২৫ জনমাস	৭৬৮.৯৬	১০০%	৭৬৮.৯৬
০৪.	টিইসি এবং পিআইসি কমিটির সদস্যগণের সম্মানী	লট	৩০.০০	১০০%	৩০.০০
০৫.	বিজ্ঞাপন ও প্রকাশনা	০৩টি	১৫.০০	১০০%	১১.২১
০৬.	কন্টিনজেন্সি	লট	১০.০০	১০০%	১০.০০
	উপমোট (রাজস্ব)		৮৩৬.৯৬		**৮৩৩.১৭**
	মূলধন অংগ				
০৭.	অফিস সরঞ্জামাদি	৪৪ টি	১৫.০০	১০০%	১৫.০০
০৮.	আসবাবপত্র	সেট	১৪৭০.৫৯	১০০%	১৪৭০.৪৯
০৯.	ফায়ার ফাইটিং	০৫ সেট	১১৫০.০০	১০০%	১১৪৭.২৩
১০.	নির্মাণ কাজ	৬৩৩৭৪ বর্গফুট	২০১০৪.৪৫	১০০%	২০০৮৮.৫৪
১১.	লিফট	১৫টি	১২১৫.০০	১০০%	১২১৪.০০
১২.	সাব ষ্টেশন এবং জেনারেটর	০৯টি	৯৯৫.০০	১০০%	৯৯৪.১৬
১৩.	অন গ্রীড সোলার প্যানেল সিস্টেম	০৫ সেট	১২৬.৩৩	১০০%	১২৬.২৭

১৪.	গভীর নলকূপ	০৩টি	**২২০.০০**	১০০%	২১৯.২৪
১৫.	সুইচিং ষ্টেশন	০১টি	৫৯০.৩৮	১০০%	৫৮৯.৯১
১৬.	উপমোট (মূলধন)		২৫৮৮৬.৭৫		২৫৮৬৪.৮৪
	মোট		২৬৭২৩.৭১		২৬৬৯৮.০১

তথ্যসূত্র: পিসিআর

১৪. <u>সংশোধিত এডিপিতে আর্থিক সংস্থান, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অর্থ ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)</u>

প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৬৬৯৮.০১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৯০%।

অর্থ বছর	মূল ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	অর্থ ব্যয়
২০১৬-১৭	২৫৩৭.৭৭	২০৪১.৯৬	২০৪১.৯৫	২০৪১.৯৫	২০৪১.৯৫
২০১৭-১৮	১৬৫১২.০৭	১৭৭৩১.০০	১৭৭৩১.০০	১৭৭৩১.০০	১৭৭৩১.০০
২০১৮-১৯	৮০৬৯.২৭	৬৯৫০.৭৫	৬৯২৫.০৬	৬৯২৫.০৬	৬৯২৫.০৬
সর্বমোট	২৭১১৯.১১	২৬৭২৩.৭১	২৬৬৯৮.০১	২৬৬৯৮.০১	২৬৬৯৮.০১

তথ্যসূত্র: পিসিআর

১৫। প্রকল্পের প্রকিওরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি: (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্যাকেজের বর্ণনা	সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র পদ্ধতি	চুক্তির তারিখ	চুক্তিমূল্য	কাজ সম্পন্নের তারিখ	প্রকৃত ব্যয়
০১.	Construction of 1×15 storied ORs quarter (8 unit per floor)-1	৪৩৩২.৬৫	১২.৩.১৭	ওটিএম	০২-৫-১৭	৪৩৩০.৩০	৩১.৩.১৯	৪৩৩০.৩০
০২.	b) Construction of 1×15 storied ORs quarter (8 unit per floor)-2	৪৩৩২.৬৫	১২.৩.১৭	ওটিএম	০২-৫-১৭	৪৩২৫.৩০	৩১.৩.১৯	৪৩২৫.৩০
০৩.	c) Construction of 1×15 storied ORs quarter (8 unit per floor)-3	৪৩৩২.৬৫	১২.৩.১৭	ওটিএম	০২-৫-১৭	৪৩৩০.৭০	৩১.৩.১৯	৪৩৩০.৭০
০৪.	d) Construction of 1×15 storied Employee quarter (8 unit per floor)-1	৩৫৫৭.৮৫	১৫.৩.১৭	ওটিএম	০২-৫.১৭	৩৫৫৩.৩০	৩১.৩.১৯	৩৫৫৩.৩০
০৫.	e) Construction of 1×12 storied Officers quarter (36 unit per floor)-1	৩৪০৮.১৭	১৬.৩.১৭	ওটিএম	০২-৫.১৭	৩৪০৫.৫০	৩১.৩.১৯	৩৪০৫.৫০
	On Grid Solar Pannel System							
০৬.	i)1×ORs Quarter-1	২৬.০১	২৮.১০.১৮	ওটিএম	০৫.১২.১৮	৭৭.৯৯	৩০.৫.১৯	৭৭.৯৯
০৭.	ii)1×ORs Quarter-2	২৬.০১						
০৮.	iii)1×ORs Quarter-3	২৬.০১						

ক্রমিক	প্যাকেজের বর্ণনা	সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র পদ্ধতি	চুক্তির তারিখ	চুক্তিমূল্য	কাজ সম্পন্নের তারিখ	প্রকৃত ব্যয়
০৯.	iv)1×Employee Quarter	২৬.০১	২৮.১০.১৮	ওটিএম	০৫.১২.১৮	২৫.৯৯	৩০.৫.১৯	২৫.৯৯
১০.	v)1×Officer Quarter	২২.২৯	২৮.১০.১৮	ওটিএম	০৫.১২.১৮	২২.২৭	৩০.৫.১৯	২২.২৭
	Deep Tubewell							
১১.	i)1×ORs Quarter(1,2,3)	৯০.০০	২৮.১০.১৮	ওটিএম	০৫.১২.১৮	৮৯.৯৯	৩০.৫.১৯	৮৯.৯৯
১২.	ii)1×Employee Quarter	৬৫.০০	২৮.১০.১৮	ওটিএম	০৫.১২.১৮	৬৪.৬৩	৩০.৫.১৯	৬৪.৬৩
১৩.	iii)1×Officers Quarter-3	৬৫.০০	২৮.১০.১৮	ওটিএম	০৫.১২.১৮	৬৪.৬১	৩০.৫.১৯	৬৪.৬১
	Lifts							
১৪.	i)1×ORs Quarter-1	২৬০.০০	২৮.১০.১৮	ওটিএম	১১.১২.১৮	২৫৯.৫৯	৩০.৫.১৯	২৫৯.৫৯
১৫.	ii)1×ORs Quarter-1	২৬০.০০	২৮.১০.১৮	ওটিএম	১১.১২.১৮	২৫৯.৯৯	৩০.৫.১৯	২৫৯.৯৯
১৬.	ii)1×ORs Quarter-1	২৬০.০০						২৫৯.৫০
১৭.	iii)1×Employee Quarter	২৬০.০০	২৮.১০.১৮	ওটিএম	১১.১২.১৮	২৫৯.৫০	৩০.৫.১৯	২৫৯.৯৯
১৮.	iv) 1×Officer Quarter-1	১৭৫.০০	২৮.১০.১৮	ওটিএম	১১.১২.১৮	২৫৯.৯৯	৩০.৫.১৯	১৭৪.৯২
	Sub station and Generator							
১৯.	i)1×ORs Quarter-(1,2)	৩৫০.০০	২৮.১০.১৮	ওটিএম	১১.১২.১৮	৩৪৯.৯৮	৩০.৫.১৯	৩৪৯.৯৮
২০.	ii)1×ORs Quarter-3	২১৫.০০	২৮.১০.১৮	ওটিএম	১১.১২.১৮	২১৪.৯৮	৩০.৫.১৯	২১৪.৯৮
২১.	iii)1×Employee Quarter	২১৫.০০	২৮.১০.১৮	ওটিএম	১১.১২.১	২১৪.২১	৩০.৫.১৯	২১৪.২১
২২.	iv)1×Officers Quarter	২১৫.০০	২৮.১০.১৮	ওটিএম	১১.১২.১৮	২১৪.৯৭	৩০.৫.১৯	২১৪.৯৭
২১.	Switching Station	৫৯০.৩৮	২৮.১০.১৮	ওটিএম	০৬.১২.১৮	৫৮৯.৯০	৩০.৫.১৯	৫৮৯.৯০
	Fire Fighting							
২২.	i)1×ORs Quarter-1	২০০.০০	২৮.১০.১৮	ওটিএম	১২.১২.১৮	১৯৯.৯৯	২০.৬.১৯	১৯৯.৯৯
২৩.	i)1×ORs Quarter-2	২০০.০০	২৮.১০.১৮	ওটিএম	১২.১২.১৮	১৯৯.৯৯	২০.৬.১৯	১৯৯.৯৯
২৪.	ii)1×ORs Quarter-3	২৬০.০০	২৮.১০.১৮	ওটিএম	১১.১২.১৮	২৫৯.৫০	৩০.৫.১৯	২৫৯.৫০
২৫.	iii)1×Employee Quarter	২৫০.০০	২৮.১০.১৮	ওটিএম	১২.১২.১৮	২৪৯.২৭	২০.৬.১৯	২৪৯.২৭

ক্রমিক	প্যাকেজের বর্ণনা	সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র পদ্ধতি	চুক্তির তারিখ	চুক্তিমূল্য	কাজ সম্পন্নের তারিখ	প্রকৃত ব্যয়
২৬.	iv)1×Officers Quarter	২৫০.০০	২৮.১০.১৮	ওটিএম	১২.১২.১৮	২৪৭.৯৬	২০.৬.১৯	২৪৭.৯৬

তথ্যসূত্র: বিজিবি প্রকল্প কর্তৃপক্ষ

১৬. <u>প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন:</u>

১৬.১ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য আইএমইডি কর্তৃক ২৬ আগষ্ট ২০২১ তারিখ প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প পরিদর্শনের সময়/প্রকল্প সংক্রান্ত আলোচনাকালে উপ মহাপরিচালক, (পূর্ত) কর্ণেল এ এস এম ফয়সাল, পরিচালক (পূর্ত) লে: কর্ণেল ইমরুজ্জামান সাইফ এবং বিজিবি'র পূর্ত শাখার অন্যান্য কর্মকর্তা/প্রকৌশলীগণ সহযোগিতা প্রদান করেন। পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

১৬.২ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সকল আবাসিক ভবন নির্মাণ, সাব স্টেশন ও জেনারেটর স্থাপন লিফট্ স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন, সোলার প্যানেল ও ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

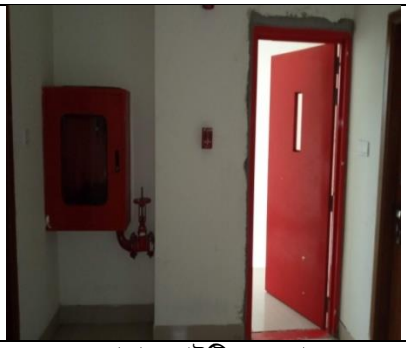
১৬.৩ বিজিবি'র অন্যান্য পদবীর স্টাফদের জন্য ০৩টি ১৫ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি ভবনের প্রতি ফ্লোরে ০৮টি ইউনিট করে মোট ০৩ টি ভবনে ৩৩৬টি ফ্ল্যাট রয়েছে। প্রতিটি ফ্ল্যাটের আয়তন ৮৫০ বর্গফুটের। সকল ফ্ল্যাট ব্যবহার করা হচ্ছে। বিজিবি কর্মচারিদের জন্য ১৫ তলা বিশিষ্ট ০১টি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতি ফ্লোরে ০৮টি ইউনিট করে মোট ১১২টি ফ্ল্যাট রয়েছে। প্রতিটি ফ্ল্যাটের আয়তন ৬৫০ বর্গফুটের। সকল ফ্ল্যাট ব্যবহার করা হচ্ছে। ০১টি ১২ তলা বিশিষ্ট অফিসার্স কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি ভবনের প্রতি ফ্লোরে ০২টি ইউনিট করে মোট ২২টি ফ্ল্যাট রয়েছে। প্রতিটি ফ্ল্যাটের আয়তন ১৯৫০ বর্গফুটের। সকল ইউনিট ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া বিদ্যমান ০৫ তলা বিশিষ্ট ০১টি অফিসার্স কোয়ার্টার ১২ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী বর্ধিতকরণ করা হয়েছে। নতুন ১৪টি ইউনিট করা হয়েছে। সকল ইউনিট ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবনসমূহে লিফট, সোলার প্যানেল, ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম, সাব-স্টেশন, জেনারেটর, সুইচিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় এগুলো চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। এছাড়া সংযোগ সড়ক, সাব-স্টেশন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। পূর্বে এ চত্বরে ঢাকা ওয়াসার দু'টি গভীর নলকূপ ছিল যার ০১টি বর্তমানে চালু রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আরও ০৩টি গভীর নলকূপ স্থাপন করায় পানির সমস্যা দূরীভূত হয়েছে।



বিজিবি'র অন্যান্য পদবীর স্টাফদের আবাসিক ভবন 'বরাক,



বিজিবি'র অন্যান্য পদবীর স্টাফদের আবাসিক ভবন 'মহুয়া'

	
বিজিবি'র অন্যান্য পদবীর স্টাফদের আবাসিক ভবন 'ধরলা'	বিজিবি'র কর্মচারিদের অন্যান্য পদবীর স্টাফদের আবাসিক ভবন 'কাকাতুয়া'
	
বিজিবি'র অফিসারদের নতুন ভবন ঝিনুক (নতুন)	বিজিবি'র অফিসারদের ঝিনুক (উদ্ধর্মুখী সম্প্রসারণ)
	
সাব স্টেশন	ফায়ার ফাইটিং ব্যবস্থা

১৭. সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

১৭.১ আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিজিবি'র অফিসার, কর্মচারি ও অন্যান্য অন্যান্য পদবীর স্টাফদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আবাসিক ভবন ও আনুষংগিক সুবিধাদি স্থাপন করা হয়েছে যা বিজিবি সদস্যদের অপারেশন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বিজিবি সদস্যদের নিরাপদ ও সুরক্ষিত অবস্থান নিশ্চিত করবে এবং বিজিবি সদস্যদের বিজিবি কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণে সহায়ক হবে মর্মে আশা করা যায়।

১৭.২ বিজিবি'র অফিসার, কর্মচারি ও অন্যান্য অন্যান্য পদবীর স্টাফদের জন্য নির্মিত ভবন ভালো অবস্থায় দেখা যায়। তবে ভবনসমূহে ডিপিপিতে নির্ধারিত রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম করা হয় নি। এছাড়া এলপিজি সিস্টেম স্থাপন করা হয়নি। পরিদর্শনকালে সকল ভবনের ছাদে পানি জমে থাকতে দেখা যায়। এর ফলে ভবনসমূহে ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। সাব স্টেশন ভবনে damp পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৭.৩ মূল প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং প্রকৃত ব্যয় সংশোধিত প্রকল্প বয়ের চেয়ে কম হয়েছে।

১৭.৪ জননিরাপত্তা বিভাগের ২৬ আগস্ট ২০২০ তারিখের স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৬০.০২.০২১.১৬-৭৮ এর বরাতে প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়। পিসিআর এর বিভিন্ন ভুল ত্রুটি /বিচ্যুতি পরিহার করে পুরনায় পিসিআর প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে আইএমইডি হতে ০৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়। জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ০৩ জুন ২০২১ তারিখে পুনরায় যে পিসিআর প্রেরণ করা হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু কোন পর্যবেক্ষণ/ ফলাফল উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া পিসিআর এ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পূর্ত, পণ্য ও সেবা ক্রয়ের কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি।

১৮. <u>আইএমইডি এর সুপারিশ/মতামত:</u>

১৮.১ বিজিবি'র অফিসার, কর্মচারি ও অন্যান্য অন্যান্য পদবীর স্টাফদের জন্য নির্মিত আবাসিক ভবন ও আনুষংগিক সুবিধাদির নিয়মিত যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৮.২ নির্মিত ভবনসমূহে ডিপিপিতে নির্ধারিত রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম এবং এলপিজি সিস্টেম স্থাপন না করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৩ প্রতিটি ভবনের ছাদে নিয়মিত পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৪ প্রকল্পের আওতায় পূর্ত, পণ্য ও সেবা প্রকিওরমেন্টের তথ্যাদি পিসিআর এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;এবং

১৮.৫ প্রকল্পের সিভিল অডিটের ফলাফল পিসিআর এ সংযোজন করতে হবে এবং অডিটের ফলাফল আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে;

১৯। প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশ/মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য সমুদ্রগামী জলযান সংগ্রহ এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: জুন ২০১৯)

(ক) প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

০১. প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য সমুদ্রগামী জলযান সংগ্রহ এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ (২য় সংশোধিত)
০২. উদ্যোগী বিভাগ/মন্ত্রণালয় : জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
০৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর
০৪. প্রকল্পের ধরণ : বিনিয়োগ
০৫. প্রকল্পের অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার

০৬. প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল :

(লক্ষ টাকায়)

ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বর্ধিত		
৪০৫৪১.৪১	৪৩১১৪.৬১	৪২৩৩৭.১৩	জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৬	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৯	১৭৯৫.৭২ লক্ষ টাকা (৪.৪২% বৃদ্ধি)	৩০ মাস (৭১.৪২% বৃদ্ধি)

০৭. প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা
খুলনা	বাগেরহাট	মংলা
ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	বন্দর

০৮. প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি:

নাম,পদবী ও মূল দপ্তর	দায়িত্বের প্রকৃতি	দায়িত্বকাল
কমোডর শহীদ মাহমুদ (L), BN	খন্ডকালীন	২৪-১২-২০১৩ হতে ৯-৩-২০১৪
কমোডর মাহবুবুল আলম (L), BN	খন্ডকালীন	১০-৩-২০১৪ হতে ২৩-৩-২০১৬
কমোডর এম ফজলুল কাদের (L) PCGMS, BN	খন্ডকালীন	২৪-৩-২০১৬ হতে প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত।

০৯. প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট:

- উপকূলবর্তী সামুদ্রিক পরিদর্শন জলযান ক্রয় (০২টি);
- দ্রুতগামী সামুদ্রিক পরিদর্শন জলযান ক্রয় (০২টি);
- পোতাশ্রয় সামুদ্রিক পরিদর্শন জলযান ক্রয় (০২টি);
- বড় পন্টুন ক্রয় (০৪টি);
- অফিসার মেস ২টি, অফিসার বাসভবন ২টি, নাবিক কোয়ার্টার ৩টি ও জোনাল কমান্ডারের বাংলো ১টি নির্মাণ;
- ০১টি জীপ ও ০১টি পিক-আপ ক্রয়;
- সীমানা প্রাচীর, আরসিসি রোড, বহি: পানি ও বহি: বিদ্যুৎ সরবরাহ;
- সাবস্টেশন ভবন নির্মাণ, সাব স্টেশন ও জেনারেটর যন্ত্রপাতি ক্রয়;

- লিফট্, সোলার প্যানেল স্থাপন ইত্যাদি।

১০. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নদীপথে, সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় এবং সাগরে দেশের স্বার্থ রক্ষা;
- সমুদ্রপথে অবৈধ মৎস আহরণ, অবৈধ অনুপ্রবেশ ও বাহির, চোরাচালান এবং সাগর দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধ গড়ে তোলা;
- সমুদ্রে কর্মরত লোকদের নিরাপত্তা বিধান এবং জলদস্যুতা প্রতিরোধ করা; এবং
- কোস্ট গার্ডে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের আবাসন সমস্যা সমাধান।

১১. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী হতে প্রাপ্ত ০২টি পুরাতন পেট্রোল বোট দিয়ে ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ০৩টি বেস, ০৮টি স্টেশন ও ০৬টি আউটপোস্ট স্থাপন এবং ১২টি জাহাজ/ক্রাফট সংগ্রহের মাধ্যমে কোস্ট গার্ডের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে সমুদ্রতীর হতে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত টেরিটোরিয়াল সী এলাকা এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত EEZ (Exclusive Economic Zone) এর সকল অধিকার সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের মূল জীবিকা এবং রপ্তানী আয়ের প্রায় ৩০ শতাংশ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া বঙ্গোপসাগর প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল ও অন্যান্য বহু অনাবিষ্কৃত খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এ সকল মৎস্য ও খনিজ সম্পদ রক্ষায় কোস্ট গার্ডের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগলিক অবস্থান ও দীর্ঘ ৭১০ কিলোমিটার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল থাকায় সমুদ্র ও নদীপথে চোরাচালান বেশী হয়ে থাকে। এ সকল চোরাচালান রোধকল্পে কোস্ট গার্ডের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম এবং মংলা সমুদ্র বন্দরে আগত বিদেশী ও দেশী জাহাজের নিরাপত্তা প্রদান, সুবিশাল সুন্দরবনের পর্যটক, মৌয়াল, চিংড়ি চাষী, মাঝি ও অন্যান্য জনগনের নিরাপত্তা প্রদান করে কোস্ট গার্ড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জন্মলগ্ন থেকে জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, সুনামি ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় উপকূলীয় জনগণকে সার্বিক সহায়তা এবং ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানে অংশগ্রহণ করে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের কোস্ট গার্ডের দায়িত্বের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার কোস্ট গার্ডকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের জলসীমায় দেশের স্বার্থ রক্ষা, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, অবৈধ মৎস্য শিকার বন্ধ, চোরাচালান প্রতিরোধ, পরিবেশ রক্ষা এবং জলদস্যুতা নিয়ন্ত্রণ করে জানমালের হেফাজত নিশ্চিত করার নিমিত্ত সমুদ্রগামী জলযান ও পন্টুন সংগ্রহ এবং কোস্ট গার্ডের কর্মকর্তা ও নাবিকদের জন্য আবাসন ও আনুষংগিক অবকাঠামো/সুবিধাদি নির্মাণ/সৃষ্টির লক্ষ্যে "বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য সমুদ্রগামী জলযান সংগ্রহ এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

১২. প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

মূল প্রকল্প ৪০৫৪১.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৩- ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদের বাস্তবায়নের জন্য ০৭ মে ২০১৩ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। জলযান ক্রয় পদ্ধতির পরিবর্তন, অফিসার ও নাবিকদের আবাসিক ভবনের স্ট্রাকচারাল ও আর্কিটেকচারাল নকশার পরিবর্তন তথা কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের ১ম সংশোধন করা হয়। জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়।

মূল ডিপিপিতে জলযান নির্মাণের এলাকা ভোলা জেলা ছিল। কিন্তু ভোলা জেলাতে জলযান নির্মাণের জন্য কোন স্বনামধন্য ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান না থাকায় ভোলা জেলার পরিবর্তে নারায়ণগঞ্জ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া মংলা ও চট্টগ্রাম এলাকায় পূর্ত কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি, চট্টগ্রাম সাইটে নাবিকদের আবাসিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, মংলায় অফিসার মেসে ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ, মংলা সাইটে সীমানা প্রাচীর ও অভ্যন্তরীণ সড়কের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধি, চট্টগ্রামে নাবিকদের আবাসিক ভবন এলাকায় অতিরিক্ত একটি জেনারেটর সংগ্রহ, নতুন করে সাব স্টেশনসহ

আনুষংগিক যন্ত্রপাতি স্থাপন, সীমানা প্রাচীর, সেন্ট্রি পোস্ট, ওয়াচ টাওয়ার ও এমএস গেট অন্তর্ভুক্তির কারণে প্রকল্পের ২য় সংশোধন করা হয়। ১৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমেদিত হয়।

পরবর্তীতে ২৭ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। ২য় সংশোধিত ডিপিপি এর প্রশাসনিক অনুমোদন ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে প্রাপ্তির পর কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনে অফিসার মেস ও নাবিক আবাসিক ভবনের সম্প্রসারণ ও সাব স্টেশন ভবন-২ এর নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান করা হয়। প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হলেও চূড়ান্ত কাজ বুঝে নিয়ে বিল পরিশোধের জন্য অধিক সময়ের প্রয়োজন বিবেচনায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য:

১৩. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
০১.	জ্বালানি, লুব্রিকেন্ট ও যানবাহনের রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৩০.০০		২৯.৭৮
০২.	প্রকাশনা প্রিন্টিং ও স্টেশনারি	থোক	২৬.০০		২৫.২৭
০৩.	বিজ্ঞাপন	থোক	১৪.০০		১৩.৬৬
০৪.	সম্মানী ও ফি	থোক	৯.০০		৭.৮২
০৫.	মৃত্তিকা পরীক্ষা	থোক	২১.০০		২০.২১
	মোট রাজস্ব		১০০.০০		৯৬.৭৪
০৬.	যানবাহন ক্রয়	০২টি	৯৫.৫০	০২টি	৯৫.৫০
০৭.	ইনসোর পেট্রোল ভেসেল ক্রয়	০২টি	১৪৯৭৮.০০	০২টি	১৪৯৭৮.০০
০৮.	দ্রুতগামী পেট্রোল বোট ক্রয়	০২টি	১৪০০০.০০	০২টি	১৪০০০.০০
০৯.	পোতাশ্রয় পেট্রোল বোট ক্রয়	০২টি	২৯৬১.০৯	০২টি	২৯৬১.০৯
১০.	পন্টুন ক্রয় (বড়)	০৪টি	৭৮৯.৯৬	০৪টি	৭৮৯.৯৫
১১.	অফিস সরঞ্জামাদি	সেট	২৯.৮১	সেট	২৯.৮১
	বাগেরহাট সাইট				
১২.	আসবাবপত্র (আবাসিক)	সেট	৭২৯.৭৭	সেট	৬১৩.৯৬
১৩.	অফিসার মেস নির্মাণ (১টি ৬তলা)	২১১৮.১৬ বর্গমিটার (ব.মি.)	৯৭৭.০০	১০০%	৯৭৬.৬১
১৪.	অফিসার বাসভবন (১টি ৪তলা)	২১৪৬ব.মি.	১১৪৯.২৪	১০০%	১১৪৭.২০
১৫.	নাবিক বাসভবন (১টি ৪তলা)	১৮০২.৩২ ব.মি.	৭৪৭.৯০.	১০০%	৭৪৭.৮১
১৬.	সাবস্টেশন	১৮৫.৮০ ব.মি.	৬১.৫৯	১০০%	৬১.৫৯
১৭	ভূমি উন্নয়ন	২৭২৫৪.৫১ ঘন মিটার	৫৯.২১	১০০%	৫৯.১২
১৮.	সীমানা প্রাচীর	১০৬৭.০৭ রানিং মিটার	৬৬.৪০	১০০%	৬৬.৩৮
১৯.	অভ্যন্তরীণ সড়ক	৬৬৬০.০০ ব.মি.	১২৮.৫১	১০০%	১২৮.৪৮
২০.	বহি: পানি সরবরাহের কাজ (ভূগর্ভস্থ জলাধার, সরবরাহ লাইন, পাম্প হাউস ও সারফেস ড্রেন নির্মাণ)		১২৫.৩৮		৯৪.২৮
২১.	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	১টি	৩২.০০	১০০%	৩১.৮৬
২২.	বহি: বিদ্যুতায়ন		১৭৮.০০	১০০%	১৭৬.২৭

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	চট্টগ্রাম সাইট				
২৩.	অফিসার মেস (১টি ৪তলা)	১১৬৬.২৫৩ব.মি.	৮৫৭.৬৯	১০০%	৮১৪.৮৯
২৪.	অফিসার বাসভবন (১টি ৩তলা)	৮৭৪.৬৯ব.মি.	৭৮৮.১২	১০০%	৭৭৯.৫৮
২৫.	নাবিক বাসভবন-১(১টি ৪তলা)	১৮০২.৩২ব.মি.	৬০৪.৭৭	১০০%	৬০৩.৮৫
২৬.	নাবিক বাসভবন-২(১টি ৪তলা)	১৮০২.৩২ব.মি.	৬৪৮.৫৭	১০০%	৬৪৮.১৬
২৭.	জোনাল কমান্ডারের বাংলো(১টি)	১৪৮.০৭ ব.মি.	১৪৮.০৭	১০০%	১৪২.৩৮
২৮.	সাবস্টেশন ভবন-১	১৮৪.৫৬ ব.মি.	৬৩.২২	১০০%	৫৫.৮০
২৯.	বহি: পানি সরবরাহ (গভীর নলকূপ, জলাধার, পাম্প হাউজ ক্যাম্পাস-১)	১টি	৭৪.১৩	১০০%	৫৬.৬৭
৩০.	অফিসার মেস (উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)	৪৫০.৬৯ব.মি.	৪৩৭.৬৯	১০০%	৪৪০.৮৮
৩১.	নাবিক বাসভবন-১ ও ২ এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, সীমানা প্রাচীর, আরসিসি সড়ক, ড্রেন, কালভার্ট, সেন্ট্রি পোস্ট, সাব স্টেশন ভবন-২, গভীর নলকূপ, ভূমি উন্নয়ন, ফায়ার হাইড্রেন্ট, বৃষ্টির পানির সংরক্ষণ, বার্বেড ওয়্যার।	২১৪৫.২৪ব.মি.	১২৭২.৬১	১০০%	১২১২.০৪
৩২.	৩১৫- কেভিএ সাবস্টেশন ইকুইপমেন্ট	১টি	৫৩.০০	১০০%	৫০.৪৬
৩৩.	২২ কেভিএ সাবস্টেশন ইকুইপমেন্ট	১টি	৩৩.০০	১০০%	২৭.৬৬
৩৪.	১০০ কেভিএ ইমারজেন্সি জেনারেটর	১টি	৩৫.০০	১০০%	২৫.৮৩
৩৫.	৮০- কেভিএ ইমারজেন্সি জেনারেটর	১টি	৩০.০০	১০০%	২২.৬৬
৩৬.	সিসিটিভি	১ সেট	২০.০০	১০০%	১৬.৪৩
৩৭.	পাম্প মটর সেট ক্যাম্পাস -১	৩ সেট	১৫.০০	১০০%	১২.৫৪
৩৮.	পাম্প মটর সেট ক্যাম্পাস -২	৩ সেট	১০.০০	১০০%	৮.২৩
৩৯.	এয়ার কুলার (অফিসার মেস ও জোনাল কমান্ডার বাসভবন)	৩ সেট	৩৫.০০	১০০%	৩৪.৬৬
৪০.	সিকিউরিটি ও কম্পাউন্ড লাইটিং	২ সেট	৩৫.০০	১০০%	৩৩.১৩
৪১.	সার্জ প্রটেকশন ডিভাইস ও অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র	২ সেট	১০.০০	১০০%	৮.৯৭
৪২.	পিএবিএক্স/ইন্টারকম সিস্টেম	১ টি	৬.০০	১০০%	৩.৮৫
৪৩.	সোলার সিস্টেম ক্যাম্পাস ১ ও ২	২ সেট	২৪.৫০	১০০%	২০.০৬
৪৪.	অফিসার মেস ভবন (১০০০ কেজি ৬ স্টপ লিফট)	২টি	১৪০.০০	১০০%	১৩৯.৯৯
৪৫.	নাবিক বাসভবন কোয়ার্টার ভবন ১ ও ২ (৮০০ কেজি ৬ স্টপ লিফট্)	২টি	১২০.০০	১০০%	১১৯.৭৭
৪৬.	আরবরিকালচার		৪.০০	১০০%	৩.৯৯
৪৭.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		৪২৬.৮৮	১০০%	০.০০
			৪৩১১৪.৬১		৪২৩৩৭.১৩

তথ্যসূত্র: পিসিআর

১৪. <u>অর্থ বছর ভিত্তিক সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয়:</u>

প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৪২৪০৯.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অবমুক্ত হয়েছে ৪২৩৪০.৪৩ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ৪২৩৩৬.৫৮ লক্ষ টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৯৯.৯৯% এবং প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৮.১৯%।

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত ডিপিপিতে সংস্থান	আরএডিপিতে অর্থ বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্ত	প্রকৃত ব্যয়
২০১৩-২০১৪	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৪৯.৯১
২০১৪-২০১৫	৬৬৩৩.০০	৬৬৩৩.০০	৬৬৩৩.০০	৬৬৩২.০০
২০১৫-২০১৬	১৪৯৬১.০০	১৪৯৬১.০০	১৪৯৬১.০০	১৪৯৬১.০০
২০১৬-২০১৭	৯৫৭৩.০০	৯৫৭৩.০০	৯৫৭৩.০০	৯৫৭২.৪৭
২০১৭-২০১৮	৯০৯৮.০০	৬২০০.২০	৬২০০.২০	৬১৯৭.৯৭
২০১৮-১৯	২৭০০.১৩	৪৮৯২.০০	৪৮২৩.২৩	৪৮২৩.২৩
মোট	৪৩১১৫.১৩	৪২৪০৯.২০	৪২৩৪০.৪৩	৪২৩৩৭.১৩

সূত্র: পিসিআর

১৫. <u>প্রকল্পের প্রধান প্রধান প্রকিওরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি:</u>

১৫.১ <u>সামুদ্রিক পরিদর্শন জলযান ও পন্টুন ক্রয় :</u>

(লক্ষ টাকায়)

প্রকিউরমেন্টের বর্ণনা	ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তিমূল্য	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃতপক্ষে কাজ সম্পন্নের তারিখ	জলযানসমূহের নাম
উপকূলীয় সামুদ্রিক পরিদর্শন জলযান ক্রয় (০২টি)	১৪৯৭৮.০০	০৪-৯-১৪	০৯-৩-১৫ (১৪৯৭৮.০০)	৩১-৭-১৮	০১-৮-১৮	১)বিসিজিএস সবুজ বাংলা ও ২) বিসিজিএস শ্যামল বাংলা
দ্রুতগামী সামুদ্রিক পরিদর্শন জলযান ক্রয় (০২টি)	১৪০০০.০০	১৫-৯-১৪	০৯-৩-১৫ (১৪০০০.০০)	৩১-৮-১৮	০১-৮-১৮	১)বিসিজিএস সোনাদিয়া ২)বিসিজিএস কুতুবদিয়া
পোতাশ্রয় পরিদর্শন বোট ক্রয় (০২টি)	২৯৬১.০৯	০২-৬-১৫	১৫-৯-১৫ ২৯৬১.০৯	১০-০১-১৭	১৬-০১-১৭	১) এইচপিবি বুড়িগঙ্গা ২) এইচপিবি শীতলক্ষ্যা
বড় পন্টুন ক্রয় (০৪টি)	৭৮৯.৯৬	২৪-৪-১৪	১৮-৬-১৪ (৭৮৯.৯৫)	১৭-৭-১৫	৩০-৯-১৫	কোস্ট গার্ডের বিভিন্ন বেসে স্থাপন করা হয়েছে।

বি:দ্র: জলযানসমূহ ডকইয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।
তথ্যসূত্র: পিসিআর ও কোস্ট গার্ড

চিত্র: প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত জলযান ও পন্টুন:



উপকূলীয় সামুদ্রিক পরিদর্শন জলযান বিসিজিএস সবুজ বাংলা



উপকূলীয় সামুদ্রিক পরিদর্শন জলযান বিসিজিএস শ্যামল বাংলা



উপকূলীয় সামুদ্রিক পরিদর্শন জলযান বিসিজিএস সোনাদিয়া



উপকূলীয় সামুদ্রিক পরিদর্শনজলযান বিসিজিএস কুতুবদিয়া



পোতাশ্রয় সামুদ্রিক পরিদর্শন জলযান যান



বড় পন্টুন ০৪টি

বি:দ্র: জলযানসমূহ ডকইয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।

১৫.২ পূর্ত কাজের প্রধান প্রকিউরমেন্ট :

(লক্ষ টাকায়)

প্রকিরমেন্টের বর্ণনা	ডিপিপি মোতাবেক প্রাক্কলিত মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পন্নের তারিখ	প্রকৃতপক্ষে কাজ সম্পন্নের তারিখ
কোস্ট গার্ড, মংলা,বেস বাগেরহাট					
অফিসারদের মেস নির্মাণ (১টি ৬ তলা)	৯৭৭.০০	২৬/১/১৫	১০/৫/১৫ (৯৭৪.২২)	৯/১১/১৬	৩১/৮/১৭
অফিসারদের বাসভবন নির্মাণ (১টি ৪	১১৪৯.২৪	১২/৩/১৫	০১/৬/১৫	১১/৩/১৬	৩১/১২/১৭

প্রকিরমেন্টের বর্ণনা	ডিপিপি মোতাবেক প্রাক্কলিত মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পন্নের তারিখ	প্রকৃতপক্ষে কাজ সম্পন্নের তারিখ
তলা)			(১১০২.৫৩)		
নাবিকদের বাসভবন নির্মাণ(১টি ৪ তলা)	৭৪৭.৯০	১২/৩/১৫	১০/৫/১৫ (৭৩০.৫৫)	৯/১১/১৬	৩০/০৯/১৭
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৬৬.৪০	২১/৫/১৫	৯/৭/১৫ (৫৯.৩৬)	৯/৭/১৬	৪/১১/১৮
অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	১২৮.৫১	২১/৫/১৫	৯/৭/১৫ (১০৪.০৮)	৮/৭/১৬	১০/১/১৭
কোস্ট গার্ড, আনোয়ারা বেস ,চট্টগ্রাম					
অফিসারদের মেস নির্মাণ (১টি ৪ তলা পর্যন্ত)	৮৫৭.৬৯	১৪/১/২০১৫	১৬/০৪/২০১৫ ৭৯৪.১১	০১/১০/২০১৬	৩০/০৬/২০১৯
অফিসারদের বাসভবন নির্মাণ (১টি ৩তলা পর্যন্ত)	৭৮৮.১২	১৩/৭/২০১৫	২৪/১১/২০১৫ ৭৮৮.১২	০৮/০২/২০১৭	৩০/০৬/২০১৯
নাবিকদের বাসভবন নির্মাণ(১টি ৪তলা পর্যন্ত)	৬০৪.৭৭	২৩/০৩/২০১৫	০৭/০৬/২০১৫ ৬০৪.৭৭	২৪/১১/২০১৬	৩০/০৬/২০১৯
নাবিকদের বাসভবন নির্মাণ(১টি ৪তলা পর্যন্ত)	৬৪৮.৫৭	১৯/০৮/২০১৫	০৩/১১/২০১৫ ৬৪৮.৫৭	২১/০৪/২০১৭	৩০/০৬/২০১৯
জোনাল কমান্ডারের বাংলো নির্মাণ (১টি)	১৪৮.০৭	০৫/০৭/২০১৫	১১/১১/২০১৫ ১২৪.০৪	১০/১০/২০১৬	৩০/০৮/২০১৮
অফিসারদের মেস উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ৫ ও ৬তলা	৪৩৭.৬৯	২৮/০১/২০১৮	০১/০৪/২০১৮ ৩৪৫.৪৯	০১/১২/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯
নাবিকদের বাসভবন উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ৫ ও ৬তলা	৩১১.৪৮	২৫/০১/২০১৮	০৫/০৪/২০১৮ ২৮৮.১২	২৯/১১/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯
নাবিকদের বাসভবন উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ৫ ও ৬তলা	৩১১.৪৮	২৫/০১/২০১৮	০৫/০৪/২০১৮ ২৮৮.০৬	২৯/১১/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯

তথ্যসূত্র: পিসিআর

গ. প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্পের অন্যান্য পর্যবেক্ষণ:

১৬. ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ কোস্ট গার্ড মংলা বেসে এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ কোস্ট গার্ড আনোয়ারা, চট্টগ্রাম বেসে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী এবং কোস্ট গার্ডের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের পর্যক্ষেণসমূহ নিম্নরূপ:

১৬.১ কোস্ট গার্ড মংলা বেস, বাগেরহাটে প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত অফিসার মেস, নাবিক বাসভবন, সীমানা প্রাচীর ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, বহি: পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, ইলেক্ট্রো-ম্যাকানিক্যাল কাজ সম্পাদন ও অন্যান্য নির্ধারিত নির্মাণ কাজ/সুবিধাদির স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে এ সকল অবকাঠামো/সুবিধাদি ব্যবহার করতে দেখা যায়। অফিসার মেসের বিভিন্ন ফ্লোরে সিঁড়ির দেওয়ালে ড্যাম্প পরিলক্ষিত হয়। নাবিক কলোনীর বিভিন্ন স্থানে ড্যাম্প রয়েছে এবং নীচতলার একটি কলামে ফাটল দেখা দিয়েছে। অফিসার কোয়ার্টারের বিভিন্ন স্থানে ড্যাম্প ও পুরো সিঁড়ির রেলিং এ মরিচা পড়েছে। অফিসার কোয়ার্টার হতে উত্তরমূখী সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন ড্রেন ভেংগে গেছে। সাবস্টেশনের দেওয়ালের বিভিন্ন জায়গায় ড্যাম্প লক্ষ্য করা গেছে। নির্মাণ কাজে বিলম্ব ঘটেছে। কিন্তু ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এক্সটারনাল অডিটে পাইল কাস্টিং এর পরিমান থেকে অতিরিক্ত ড্রাইভিং দেখিয়ে ঠিকাদারকে পরিশোধ করায় ২,১১,৬১৭/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে মর্মে অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। ০৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে উক্ত আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। ০৮ এপ্রিল

২০২১ তারিখ বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে টেলিফোনে আলাপে জানা যায় যে, উক্ত আপত্তির সুরাহা হয়নি। এছাড়া তিনি অবহিত করেন যে, পূর্ত কাজের ত্রুটিসমূহ মেরামত/সংশোধনের কাজ শুরু হয়নি।

১৬.২ কোস্ট গার্ড, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম বেসে প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত অফিসার মেস, নাবিক বাসভবন, সীমানা প্রাচীর ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, বহি: পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, ইলেক্ট্রো-ম্যাকানিক্যাল কাজ সম্পাদন ও অন্যান্য নির্ধারিত নির্মাণ কাজ/সুবিধাদি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সকল অবকাঠামো ও সুবিধাদির ব্যবহার হচ্ছে। পূর্ত কাজে বিভিন্ন ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে। অফিসার মেসের নীচতলায় কিছু টাইলস্ ভাংগা দেখা যায়। টাইলসের ফিনিশিং কাজ ভালো নয়। অনেক জায়গায় টাইলসের জয়েন্ট উঠে গেছে। কিছু বাথরুমের দরজা বাঁকা, দরজার ফিটিংসসমূহ মানসম্মত নয়। ১ম ও ২য় তলায় ড্যাম্প দেখা গেছে। অফিসার বাসভবনের ছাদে পানি জমে থাকার কারণে ছাদ তথা ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অফিসার বাসভবনের সমগ্র জায়গায় ড্যাম্প এবং পলেস্তারা খসে পড়তে দেখা যায়। সাবস্টেশন ভবনের উপর স্থাপিত সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা কার্যকর নেই। সাইটে বিভিন্ন নির্মাণ কাজে বিলম্ব ঘটেছে। কিন্তু ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এক্সটারনাল অডিটে অফিসার বাসভবন নির্মাণের প্রাক্কলন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পূর্বেই দরপত্র আহবান করে অনিয়মিত ব্যয় (জড়িত অর্থের পরিমাণ ৭,৮৮,১২,২৮৭/-) মর্মে অডিট আপত্তি প্রদান করা হয়েছে। দু'দফায় ২২ মার্চ ২০১৮ তারিখ এবং ০৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখ অডিট আপত্তির জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। ০৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে চট্টগ্রাম গণপূর্ত বিভাগ-৩ এর নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট হতে টেলিফোন মারফত জানা যায় যে, উক্ত আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি। নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম গণপূর্ত বিভাগ-৩ এবং কোস্ট গার্ড, আনোয়ারা বেসের উপ সহকারী প্রকৌশলী (পূর্ত) ০৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখ টেলিফোনে অবহিত করেন যে, পুর্ত কাজের ত্রুটিসমূহ মেরামত/সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে।

১৬.৩ ০২টি উপকূলীয় সামুদ্রিক পরিদর্শন জলযান ক্রয় (বিসিজিএস সবুজ বাংলা ও বিসিজিএস শ্যামল বাংলা), ০২টি দ্রুতগামী সামুদ্রিক পরিদর্শন জলযান (বিসিজিএস সোনাদিয়া, বিসিজিএস কুতুবদিয়া) ক্রয় করা হয়েছে। জলযান চারটি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর পূর্ব জোনের অপারেশনাল কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্রয়কৃত পোতাশ্রয় পরিদর্শন বোট (এইচপিবি বুড়িগঙ্গা ও এইচপিবি শীতলক্ষ্যা) কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের অপারেশনাল কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন আনোয়ারা বেস পরিদর্শনকালে দ্রুতগামী সামুদ্রিক পরিদর্শন জলযান (বিসিজিএস সোনাদিয়া) নোঙরকৃত অবস্থায় দেখা যায়। ক্রয়কৃত ০৪টি বড় পল্টুন বিসিজি বার্থ মোংলা, বিসিজি আউটপোস্ট কাগাদোবেদী, বিসিজি আউটপোস্ট নলিয়ান ও বিসিজি আউটপোস্ট হারবারিয়া ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সকল জলযান সংগ্রহের ফলে কোস্ট গার্ডের টহল এবং অপরাধ প্রতিরোধের পরিমাণ/সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে জানা যায়।

<u>প্রকল্প পরিদর্শনকালে গৃহিত ছবি:</u>



মংলায় কোস্ট গার্ড অফিসার মেস


মংলায় কোস্ট গার্ড অফিসার বাসভবন



চট্টগ্রামে কোস্ট গার্ড অফিসার মেস



চট্টগ্রামে নাবিক বাসভবন



চট্টগ্রামে অফিসার বাসভবনের ছাদে পানির ওভার ফ্লো



চট্টগ্রামে অফিসার বাসভবনের ড্যাম্প



চট্টগ্রামে অফিসার বাসভবন

১৬.৪ প্রকল্পের বাস্তবায়নে মূল প্রকল্প ব্যয় অপেক্ষা ৪.৪২% অধিক অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং ৩০ মাস (৭১.৪২%) বেশী সময় লেগেছে। মূল প্রকল্প প্রণয়ণের সময় বিস্তারিত সার্ভে ও প্রকৃত need assessment করা হয়নি। বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার দুই বছর পর বিভিন্ন সাইটে ভৌত অবকাঠামোর পরিমাণ বৃদ্ধি, নতুন অংগের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। এর ফলে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং পূর্ত কাজের বর্ধিত পিডব্লিউডি রেট সিডিউলের কারণে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়েছে।

১৬.৫ ফরেন শিপবিল্ডারদের সহযোগিতায় ডকইয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক সমুদ্রগামী জলযানসমূহ নির্মিত হয়েছে। এর ফলে টেকনোলজীর ট্রান্সফার ঘটেছে যা ভবিষ্যতে দেশে এ জাতীয় জলযান নির্মাণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে মর্মে আশা করা যায়।

১৬.৬ প্রকল্পের অডিট কার্যক্রমে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাগেরহাট সাইটে পাইল কাস্টিং এর পরিমান থেকে অতিরিক্ত ড্রাইভিং দেখিয়ে ঠিকাদারকে পরিশোধ করায় ২,১১,৬১৭/- টাকার অডিট আপত্তি এবং ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে চট্টগ্রাম সাইটে অফিসারদের বসবাসের জন্য ১২ তলা ভিত বিশিষ্ট ৩ তলা বাসভবন নির্মাণ কাজে প্রাক্কলন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পূর্বেই দরপত্র আহবান করে অনিয়মিত ব্যয়ের বিষয়ে ৭,৮৮,১২,২৮৭/- টাকার অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে। বর্ণিত অডিট আপত্তিসমূহের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আপত্তিসমূহের সাথে জড়িত কর্মকর্তার নাম, পদবী, কর্মস্থল সংক্রান্ত তথ্যাদি আইএমইডি-তে প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে আইএমইডি হতে ০৫ মে ২০২১ এবং ১৬ জুন ২০২১ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে যার কোন অগ্রগতি জানা যায়নি।

১৬.৭ <u>প্রকল্পের প্রকৃত অর্জন:</u>

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
নদীপথে, সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় এবং সাগরে দেশের স্বার্থ রক্ষ করা।	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের সমুদ্রগামী পরিদর্শন জলযান সংগ্রহের ফলে কোস্ট গার্ডের অপারেশনাল, পরিদর্শন/টহল কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে নদীপথ, সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা এবং সাগরে অবৈধ মৎস আহরণ, অবৈধ অনুপ্রবেশ ও বাহির, চোরাচালান, জলদস্যুতা ইত্যাদিতে নজরদারি ও প্রতিরোধ বৃদ্ধি পেয়েছে যা পরোক্ষভাবে দেশের অর্থনীতিতে পজিটিভ ভূমিকা রাখছে।
সমুদ্রপথে অবৈধ মৎস আহরণ, অবৈধ অনুপ্রবেশ ও বাহির, চোরাচালান এবং সাগর দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।	
সমুদ্রে কর্মরত লোকদের নিরাপত্তা বিধান এবং জলদস্যুতা প্রতিরোধ করা। এবং	
কোস্ট গার্ডে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের আবাসন সমস্যা সমাধান।	কোস্ট গার্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের আবাসন সমস্যা সমাধান হয়েছে।

১৭. <u>আইএমইডি এর সুপারিশ/মতামত:</u>

১৭.১ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো এবং সুবিধাদির যথাযথ অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;

১৭.২ কোস্ট গার্ডের মংলা বেস ও চট্টগ্রামের আনোয়ারা বেসে কাজের ত্রুটিসমূহ গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক দ্রুত মেরামত ও সংশোধন করতে হবে এবং তা কোস্ট গার্ডের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে (১৬.১, ১৬.২);

১৭.৩ মংলা এবং চট্টগ্রাম সাইটে প্রকল্পের অডিট কার্যক্রমে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ নিষ্পন্ন করে এর ফলাফল আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.১ ও ১৬.২);

১৭.৪ নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন না করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.২, ১৬.১,১৬.২);

১৭.৫ ভবিষ্যতে প্রকল্পের ব্যয় ও সময় অহেতুক বৃদ্ধি পরিহারের লক্ষ্যে যথাযথভাবে feasibility study ও বাস্তবসম্মতভাবে প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ করে প্রকল্প গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের সচেষ্ট হতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৪);এবং

১৭.৬ অডিট আপত্তিসমূহের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে অগ্রগতি আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.১, ১৬.২, ১৬.৬)।

১৮। প্রতিবেদনে উল্লিখিত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে